প্রথম প্রকাশ ১৮০৫

তোতা ইতিহাস

চণ্ডীচরণ মুনশী

আদৌঁ ই-বুক

তোতা ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ: ১৮০৫

চণ্ডীচরণ মুনশী

(অজানা – ২৬ নভেম্বর ১৮০৮)

চণ্ডীচরণ মুনশী সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তার বাইরে বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু সেখানেও চণ্ডীচরণ মুনশী'র জন্মসাল এবং তাঁর বাসস্থান বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেই। তাঁর পিতা- মাতা'র পরিচয়ও অজানা। তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে জানা যায় ইন্ডিয়া সরকারের দপ্তরে রক্ষিত Home Miscellanneous (Vol. 560, P. 554) থেকে। এখানে দেখা যায়, তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো ১৮০৮ সালের ২৬ নভেম্বর।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগ গঠিত হলে চণ্ডীচরণ ওই বৎসরেই এই কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮০৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে কলেজের কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপিত বাংলা- সংস্কৃত- মারাঠা ভাষার শিক্ষক তালিকায় চণ্ডীচরণ মুনশীকে মাসিক ৩০ টাকা বেতনভুক 'certified Teacher' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এই কলেজে চাকরি করার সময় উইলিয়াম কেরির উৎসাহে তিনি কাদির বখশ- এর ফার্সি আখ্যানগ্রন্থ 'তুতিনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন এবং নাম দেন তোতা ইতিহাস (১৮০৪)। গ্রন্থটি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। পরে লন্ডন থেকে 'তোতা ইতিহাস'- এর দু'টি সংস্করণ বের হয় ১৮১১ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮) ও ১৮২৫ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০) সালে।

এ ছাড়াও ১৯২২ সালে Sir Graves Chamney Haugton তাঁর Bengali Selection গ্রন্থে 'তোতা ইতিহাস'- এর ১০ টি কাহিনীর ইংরেজি অনুবাদসহ একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হয় East-India College, Hayleybury থেকে, এটির মোট পৃষ্ঠা ১৯৮। পরবর্তিতে, ১৮৪৭ সালে W Yat es তাঁর Introduction to the Bengali Language (২য় খণ্ড) - এ 'তোতা ইতিহাস' এর ১৮ টি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করেন।

'তোতা ইতিহাস' ছাড়াও চণ্ডীচরণ মুনশী ভগবদগীতা সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় কাব্যানুবাদ করেন। এটিও কেরির অনুরোধে তিনি রচনা করেন, কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়নি।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে যে সকল ইংরেজ আসতেন— তাঁরা বা মিশনারির সদস্য হিসেবে আসা ইংরেজগণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিখতেন। চণ্ডীচরণ মুনশী'র 'তোতা ইতিহাস' এবং 'ভাগবদগীতা' এই কলেজের বাংলা শিক্ষায় পাঠ্য ছিল।

'তোতা ইতিহাস' এবং 'ভগবদগীতা' রচনার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ চণ্ডীচরণ মুনশীকে নগদ আশি (মতান্তরে একশ) টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

'তোতা ইতিহাস'- এ মোট ৩৫টি আলাদা কাহিনী আছে। এগুলি আলাদাভাবে ছোটগল্পের মতো করে পাঠ করা যায়। বর্তমান আর্টস সংস্করণটিতে ১৮২৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণকে অনুসরণ করা হয়েছে।

।।তোতা ইতিহাস।।

সূচীপত্র

।। প্রথম ইতিহাস।।

।।ময়মুন্ জন্ম ও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ।।

।।দ্বিতীয় ইতিহাস।।

।।এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ এই।।

।। তৃতীয় ইতিহাস ।।

।।স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা।।

।।চতুর্থ ইতিহাস।।

।।এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা।।

।।পঞ্চম ইতিহাস।।

।।এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। ষষ্ঠ ইতিহাস ।।

।।কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল।।

।।সপ্তম ইতিহাস।।

।।এক ব্যাধ এক তোতাকে বাচ্চা সুদ্ধা ধরিয়াছিল তাহার কথা।।

|| অষ্টম ইতিহাস ||

।।এক সয়দাগরের স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত চাতুরি করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। নবম ইতিহাস ।।

।।এক মদির স্ত্রী অন্য এক জন পুরুষের উপর আসক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে লজ্জা দিয়াছিল তাহার কথা।।

।। দশম ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা।।

।। একাদশ ইতিহাস ।।

।।এক ব্যাঘ্রের কাছে এক ব্রাহ্মণ লোভ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার কথা।।

।। দ্বাদশ ইতিহাস ।।

।।এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মূষিকেরদিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। ত্রয়োদশ ইতিহাস ।।

।।সকল মণ্ডূকের প্রধান সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল তাহার এবং এক ভূজঙ্গের কথা।।

।। চতুর্দশ ইতিহাস ।।

।।এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা।।

।। পঞ্চদশ ইতিহাস ।।

।।জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল সে আপনার কপাল সহকারি করে নাই তাহার কথা।।

।। ষোড়শ ইতিহাস ।।

।।চারি জন ধনবান্ জরির হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। সপ্তদশ ইতিহাস ।।

।।এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। অষ্টাদশ ইতিহাস ।।

।।চন্দ্রনাম্নী এক স্ত্রীলোক বসির নামা এক জনের সহিত অত্যন্ত প্রীতি করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। ঊনবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগরের অশ্ব আর এক জনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। বিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক স্ত্রীলোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক ব্যাঘ্রের হস্তহইতে উদ্ধার পাইয়াছিল তাহার কথা।।

।। একবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এবং তাহার পুত্রেরা আর এক মণ্ডূক আর এক সর্প ইহারদের কথা।।

।। দ্বাবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা।।

।। ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। চতুরবিংশতি ইতিহাস ।।

।।বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। পঞ্চবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক নারী শর্ক্করা কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া তাহার সহিত রতিকর্ম্ম করিয়াছিল।।

।। ষড়বিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেণ নাই তাহার কথা।।

।। সপ্তবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক শৌণ্ডিককে সেনাপতি কর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন শেষে তাহাহইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না তাহার কথা।।

।। অষ্টাবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগাল বৎসকে আপন বৎসেরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। ঊনত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।।

।। ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক সিপাই আর এক স্বর্ণকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। একত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। দ্বাত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক মণ্ডূক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।।

।। ত্রয়ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।ফগফুর চিন নামে এক রাজা স্বপ্নেতে রুমের রাজ্ঞীর উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। চতুস্ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

।। পঞ্চত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ময়মুন খোজেস্তাকে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কথা।।

শ্রী

॥ তোতা ইতিহাস ॥

॥ বাঙ্গালা ভাষাতে ॥
॥ শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্শীতে রচিত ॥

লন্দন রাজধানিতে চাপা হইল
১৮২৫

n s -e Lj

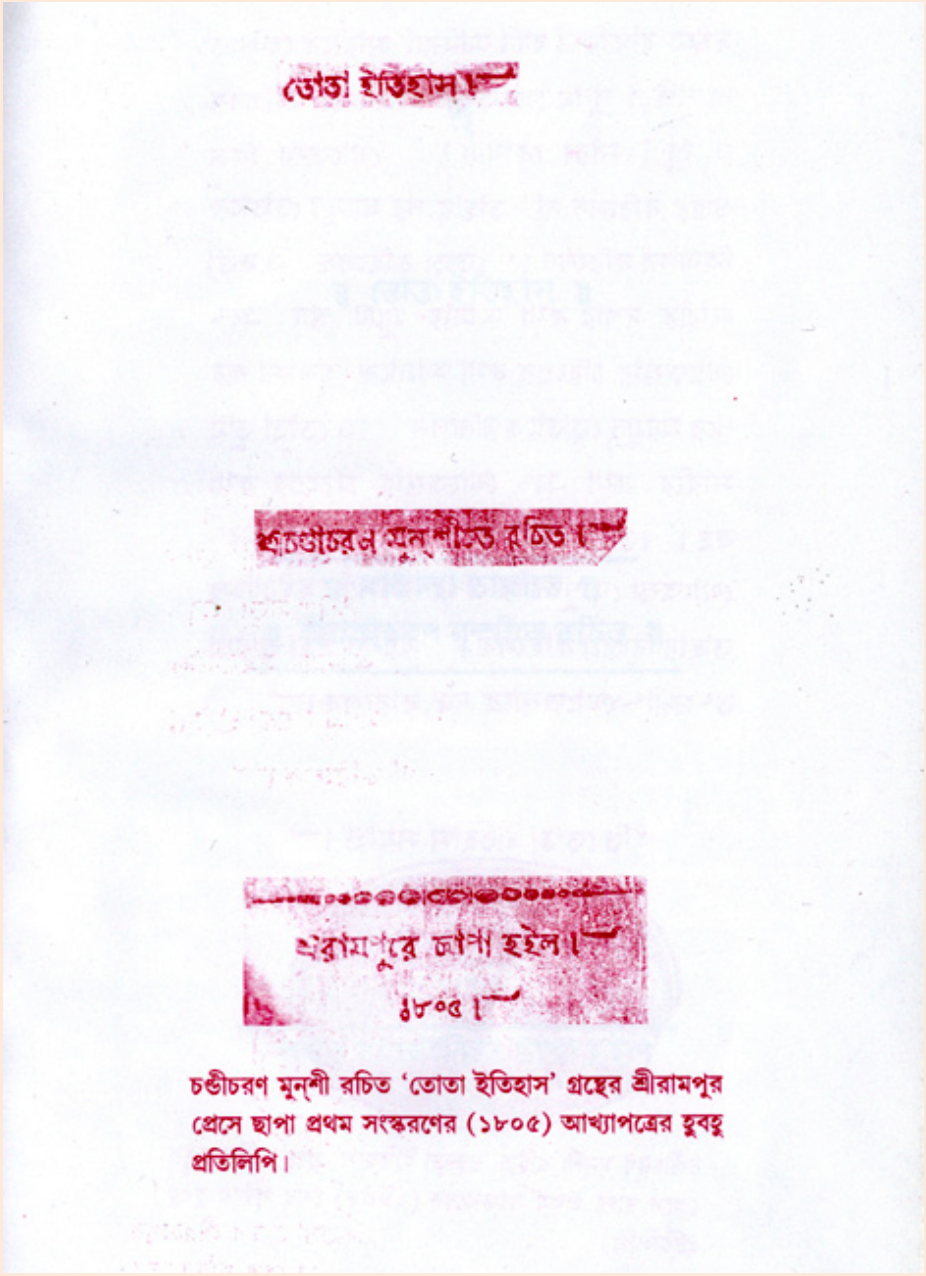

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী রচিত 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থের শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা প্রথম সংস্করণের (১৮০৫) আখ্যাপত্রের হুবহু প্রতিলিপি।

হইতে বাহুড়িয়া বাটী আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া প্রথম খোজেস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রিয়া সারী কোথায়? খোজেস্তা কিচু ওত্তর করিলেন না তাহার পর ময়মুন তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোতা কহিলেক ও কর্ত্তা সারীর দশার কথা আমার মুখে শুন এবং খোজেস্তার চরিত্রের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরে ময়মুন তোতাকে বলিলেন ও তোতা তুমি সারীর কথা এবং খোজেস্তার চরিত্রের কথা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সারীর মৃত্যু এবং খোজেস্তা যে পুরুষের ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার বিবরন কহিলেক। ময়মুন ইহা শুনিয়া তৎক্ষনাৎ খোজেস্তাকে নষ্ট করিলেক।—

ইতি তোতা ইতিহাস সমাপ্ত।—

کتاب کالج فورت ولیم
किताब कालिज फ़ोर्ट विलियम
পুস্তক কালেজ ফোর্টউলিয়ম

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী রচিত 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থের শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা প্রথম সংস্করণের (১৮০৫) শেষ পৃষ্ঠার হুবহু প্রতিলিপি।

।।প্রথম ইতিহাস।।

।। ময়মুন্ জন্ম ও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ।।

পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্ সুলতান্ নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচূর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না এইকারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বর পূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্ সুলতান্ ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান্ এক জন বিদ্বান্ লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমপর্ণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্ব শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন| |

আমদ্ সুলতান্ সেই বালকের নাম ময়মুন্ রাখিয়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। তাহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি

হইল। প্রতিদিন তাহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান। এক দিবস ময়মুন্ পালকিতে আরোহণ করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ময়মুন তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক। তোতাবিক্রেতা উত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে একসহস্র হূন। ইহা শুনিয়া ময়মুন্ জবাব দিলেন যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাস কি এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে। তৎক্ষণে তোতা বিবেচনা করিল যদি এই ধনবান্ বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবেক জ্ঞানী ও উত্তমেরদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তোতা ইহাই ভাবিয়া জবাব দিল ওহে যুবা রূপবান্ উপযুক্ত ধনবান্ শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টিপাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি এবং সৎকথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন আর আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি তাহার প্রমাণ এই শুন। কাবলদেশ হইতে সয়দাগর এই দেশে সম্বুল ক্রয় করিতে আসিবেন অত এব তুমি এই দেশের সম্বুলসমস্ত কিনিয়া একগৃহে জমা করিয়ারাখহ তবে এই বাণিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা। ময়মুন তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হূন দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পরে ময়মুন ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক। সম্বুলবিক্রেতারা কহিলেক যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হূন হইবে। ময়মুন্ তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশ সহস্র হূন দিয়া সকল সম্বুল ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র

রাখিলেন। তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল দেশ হইতে সয়দাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সয়দাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হূন দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল ক্রয় করিয়া লইয়া আপনারদের দেশে গমন করিলেন। ময়মুন তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকির ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাখিলেন। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন ২ জাতিতে প্রণয় হয় তাহার নিদর্শন এই কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত উড়ে অত এব তোতাতে আর সারীতে একত্র থাকিয়া উভয়ে তুষ্ট রহিল।।

এক দিবস ময়মুন খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্য নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না। এইরূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন্ বিদেশে গমন করিলেন। ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না আর ভোজন করিতেন না। তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিতে এই মতে ষষ্ট মাস গত হইল। পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমণার্থ ঐ সহরে

উপস্থিত হইয়াছিলেন খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং খোজেস্তাও রাজপুত্রকে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন। তাহার পর রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারণ আমার বাটীতে আইসেন তাহার বদলে লক্ষ হূন মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দিন। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য নয় অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব। পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারীও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতি বাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রী জাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা আর লজ্জা পাইবা খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অত এব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীরহইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল।।

পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতে ২ তোতার নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর মরণের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিলেক যে যদ্যপি আমি সারীর মত বারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব এই শঙ্কাপ্রযুক্ত অতি কোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা

কহিতেছে শুন খোজেস্তা সারী স্ত্রীপক্ষিণী কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলা সে অনুচিত করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয় বিশেষ কথা সকল ইহারদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব এবং সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন যে এই সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ না করেন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়াছিল তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব। খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ফরোখবেগের তোতা ইতিহাস কিপ্রকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব।।

পরে তোতা কহিতে লাগিল এক দেশে ফরোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন তাঁহার গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর ২ দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং বাণিজ্যের কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন। এখানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রণয় করিয়া প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে আপন বাটীতে আনিয়া গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত তোতা ইহারদের কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকেন সার্দ্ধবৎসরের পরে সয়দাগর বাটী আসিয়া বিস্তারিত সকল সম্বাদ তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোতা গৃহের আর ২ সমস্ত সম্বাদ সয়দাগরকে

কহিল কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না তাহার কারণ এই কি জানি পাছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয়। পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোলপুত্রের যে বিষয় হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন এ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না অত এব জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে কস্তূরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না কেননা কস্তূরীহইতে সৌরভ নির্গত হয় ও প্রীতিবাক্যতে প্রকাশ হয়। তারপর সয়দাগর আপন গৃহিণীর উপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক মনে ২ অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল এই কারণ তোতা আমার স্বামীর নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে অত এব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া এক দিবস অর্দ্ধ রাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার সমস্ত পাখা উৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপণ করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গিয়াছে পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে তোতা মরিয়া থাকিবেক কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রাণ অবশিষ্ট ছিল উপরহইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল সেই স্থানে অনেক গোর ছিল তাহার এক গোরের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া নিত্য দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ত হইতে বাহিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐ স্থানে উপনীত হইয়া যে সামগ্রী ভোজন করিত তাহার অবশিষ্ট যাহা থাকিত তোতা তাহাই ভক্ষণ করিত এবং গর্তে যে জল থাকিত তাহাই পান করিত। কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা বাহির্ হইল এক গোরহইতে দ্বিতীয় গোরে উড়িয়া বসিতে পারিত এবং শস্য সকল খুঁটিয়া খাইতে পারিত।।

যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোৎথান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপণ করিয়া অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটীহইতে বাহির্ করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী আলয়হইতে বাহির্ হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটী হইতে বাহির্ করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থ লোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অত এব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার মধ্যে প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব ইহাই বুঝিয়া সয়দাগরের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যখন নিশা হইল তখন তোতা সুড়ঙ্গহইতে বাহির্ হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তোমার শরীর আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া চতুর্বিংশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিব।।

সয়দাগরের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন যে কোন সত্যবাদী ঈশ্বরপূজক ব্যক্তির গোর হইবেক অবশ্য ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামীর সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন তারপর সেই স্ত্রীলোক আপন মস্তকের কুন্তল ছেদন করিয়া কএক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন তারপরে এক দিবস তোতা কবরের সুড়ঙ্গহইতে বাহিরে আসিয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তুমি বিনাপরাধে আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ দিয়াছ

ভাল যাহা আমার ললাটে ছিল তাহা তুমি করিয়াছ কিন্তু আমি তোমার অনেক লবণ ভক্ষণ করিয়াছি একারণ তোমার কার্য্যেতে আমি ভাল করিব এবং তোমার কর্ত্তার ক্রীত তোতা আমি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের সুড়ঙ্গহইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ মুণ্ডন কর তবে তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু আমি তোমার লবণ রুটিরদিগে দৃষ্টি করিয়া তোমার স্বামীর নিকটে তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাই ইহা যথার্থ কহিতেছি বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষণেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয় তাহা করিতেছি।।

তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হউক। সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে বট কোথাহইতে আসিলা। কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা তাহা কহ এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিঞ্জর হইতে বিড়ালে লইয়া আপন উদর পিঞ্জরে রাখিয়াছিল। সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পুনরায় কিরূপে বাঁচিলা? তোতা উত্তর করিলেক যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির্ করিয়া দিয়াছিলা তিনি বাহির্ হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া বিস্তর রোদন করিলেন অত এব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাঁহার অত্যন্ত কৃপাতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি সকল

বিষয়ে সাক্ষী আছ অত এব সয়দাগরের নিকট যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও। সয়দাগর ইহাই শুনিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি ভাল কার্য্য করি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ। পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাঁহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন।।

ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন যে খোজেস্তা তুমি শীঘ্র গাত্রোৎথান করিয়া রাজপুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার করার মিথ্যা হইবেক না ঈশ্বর করেন যেন এ সম্বাদ তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব। খোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন অত এব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন।।

।। দ্বিতীয় ইতিহাস ।।

।।এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ এই।।

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যাহইতে গাত্রোৎথান করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া স্বর্ণ রূপ্যের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন। শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্না হইও না আহ্লাদিত থাক আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট পঁহুছাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে তাহা তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দ্রাঢ্য করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদ্রূপ রাজপুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ।।

শুক উত্তর করিল যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রীরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানা প্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুরদিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা তেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাঁহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে একজন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে

জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ কি কার্য্য কর। সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি ইহা ব্যতিরেকে আর ২ রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয় এবং খজেন্দর নামা এক জন ধনবান্ আছেন আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম কিন্তু খজেন্দর আমার কিছু গুণ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না অত এব আমি তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি। মহারাজা তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর। পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন।।

সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাঁড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিকে দৃষ্টি করিতে ২ নীচেতে দেখিলেন যে একজন এক পাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে বট অর্দ্ধনিশাতে কিকারণ এক পদে দাঁড়াইয়া আছ। চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম। রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্ণকুহরে পঁহুছিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে। ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে

চৌকিদার এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জানহ। চৌকিদার উত্তর করিল ও মহারাজ কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকিতে কারণ গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নিশ্চয় জানিয়া তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি। রাজা কহিলেন শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আনহ। চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন।।

পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন। চৌকিদার সেস্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাঁড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি আমাকে কে ফিরাইবেক। ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ। সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক যে আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তী রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে অত এব আমি যাইতেছি। চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি রাজার পরমায়ু এখন তুমি কিরূপে বাহুড়িয়া থাকিবে। প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন কদাচ শীঘ্র মরিবেন না।।

চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি

ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক। তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া উত্তর করিল যে রাজা তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজাপালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান এ বড় উত্তম প্রকরণ কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দূর্জ্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন তাহার দুষ্টতাতে সহস্র ২ লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরাণ হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র ২ প্রজা লোকেরদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ হইবেক ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না। ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে অত এব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদিতে বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ডহইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া ষষ্ঠি শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল।।

চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া

চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।।

চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হউক। তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ওহে চৌকিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা। চৌকিদার কহিলেক মহারাজ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামীর সহিত কলহ করিয়া বাটীহইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে। আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন যে আমি স্বামীর বাটীহইতে আর ষষ্ঠি শত বৎসর কোথাও যাইব না।।

রাজা চৌকিদারের উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির্ হইলা সেই সময় আমিও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূরহইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি আর তোমরা যাহা কহিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনা দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান্ করিব তারপর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর্ হইলেন এই সময় রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে

চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধনবাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।।

তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল একারণ সেই দিবস খোজেস্তার যাওন হইল না। খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রত ছিলেন অত এব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন।।

।। তৃতীয় ইতিহাস ।।

।।স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা ।।

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র উদয় হইল তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও। তোতা উত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ শীঘ্র যাও কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে তবে তুমি তাহার কি করিবা যেমত স্বর্ণকার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহুকালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কিমত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত কহ।।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল যে সকল লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত। পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচ্ পত্রহীন হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণবিগ্রহ আছেন অত এব পরামর্ষ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রণা দুই

জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক আর ২ ব্রাহ্মণেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন দুই একজন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয় নিকট গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ত্যাগ করিলে তাহারা উত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মণ আসিয়া যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছেন তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি। এই প্রকারে ক্রমে ২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।।

পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন ২ বাটীতে আসিলেন। এক রাত্রে স্বর্ণকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে উঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক। পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে ওহে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা সে ধন কত কাল ভোগ করিবা। ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইলেক ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেক যে ওহে স্বর্ণকার যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে ভাল ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল। তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত্র রহিল ।।

কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক এবং ভালূক বৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসেরদের খাদ্যদ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত ভালূক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন আর আস্তিন হইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত। সূত্রধর দেখিলেক যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে এবং আর ২ প্রতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিলেক। স্বর্ণকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আসিলেক। অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালূক বৎসকে বাহির্ করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল একি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালূক বৎসের ন্যায় হইল এ বড় খেদের বিষয় স্বর্ণকার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে কহিলেক যে ও হে সূত্রধর মনুষ্য কখন ভালূক হয় না এ তোমার মিথ্যা কথা ।।

শেষে স্বর্ণকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্ত্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি সূত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন যে মনুষ্য কিরূপে ভালূক হইল তাহা কহ। সূত্রধর উত্তর দিলেক যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালূকবৎসের ন্যায় হইল। ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি। সূত্রধর কহিলেক যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল বালকেরা যদি ভালূক হইয়া থাকে তবে

স্বর্ণকারকেও চিনিবেক এবং আমার কথাও সত্য হইবেক যদ্যপি না হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক না ও তাহার নিকটে যাইবেক না সূত্রধরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালূকবৎসেরদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক সেখানে বিস্তর লোক ছিল কিন্তু ভালূকবৎসেরা আর কাহার নিকট না যাইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া খেলা করিতে লাগিল কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ওহে স্বর্ণকার আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালূকবৎসের আকৃতি হইয়াছে উহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ।।

অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক যে তোমার অংশ দিই নাই এ কারণ তুমি এই প্রকার করিয়াছ এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ। সূত্রধর কহিলেক যে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালূক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাকার হইবেক পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ তুলিয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক।।

তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহনা লয় তবে কি করিবা। ইহা শ্রবণ করিয়া খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল অত এব সে দিবস যাওন হইল না।।

।।চতুর্থ ইতিহাস।।

।।এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা।।

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর উদয় হইলেন সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া কহিলেক যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ আমি রাজপুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ। তোতা উত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুঃখেতে বড় দুঃখিত আছি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রভাত কর কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া বড় লজ্জিতা হইবা যেমন এক প্রধান লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল তদ্রূপ পাছে তুমিও হও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই প্রধান লোকের বালকের উপাখ্যান কিপ্রকার তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল| |

এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য করিতে যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক যে স্বামী কেন তুমি বিদেশ যাও না এবং কি জন্যে চাকরি ব্যবসায়

ত্যাগ করিলা স্বামী জবাব দিলেক যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন এ ভাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয় তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন| |

এক দেশে এক যোগী ছিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহণ করাইয়া আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া বনে ২ ভ্রমণ করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামীর এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল। সীপাই জিজ্ঞাসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়া ছিল তাহা কহ| |

সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে এক বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল। হস্তী অকস্মাৎ সেই তরুতলে আসিয়া যখন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তখন সে পুরুষ আমারির মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে নীচে আইল এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া আমারিহইতে বাহির্ হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া দুই জনে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এক বিছানাতে বসিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেক। তারপর সে কন্যা গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কড়ছহইতে বাহির্ করিয়া আর এক গ্রন্থি দিলেক। ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি। কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী মায়ার দ্বারাতে

আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতেছেন যেন আমি ভ্রষ্টা না হই কিন্তু আমার স্বামীর এত সাবধানতাতেও আমি এক শত পুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া স্মরণার্থে এই রজ্জুতে এক শত গ্রন্থি দিয়াছিলাম অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা দিলাম মোটে এক শত এক গ্রন্থি এই রজ্জুতে হইল।।

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই উপখ্যান সাঙ্গ করিল তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি বল সেই ভার্য্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকরি করহ এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক তখন জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক। সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামীকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিলেক| |

অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু স্ত্রী দত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত। হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানের নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং ধনবানেরদের ও হস্ত প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথা হইতে আনে। সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি।

তারপর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন। সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি কোন মতে ভ্রষ্টা হই নাহি যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে। আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অত এব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাইতেছে| |

পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বোদ্ধা ছিল তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে ধনবানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর তবে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকে কি শুষ্ক হয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব| |

সূপকার সেই ধনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল সে স্থানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমাচার পঁহুছাইল সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি আমার উপযুক্ত বটে কি না। পরে কুট্টনী সেই সূপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপায়ের বাটীতে লইয়া গেল। পরে সীপায়ের স্ত্রী সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষণে এ বাটী হইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ যে

ঐ স্ত্রীলোক আমার উপযুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তার পরে প্রকাশ হয় অত এব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না। সূপকার এই কথা পসন্দ্ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেক| |

সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে ছাওয়া এক খট্টা তাহাতে এক চাদর বিছাইয়া সূপকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক। পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক কহ হে মনুষ্য তুমি কে বট কোথা হইতে আসিয়াছ সূপকার অনুপায় দেখিয়া সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক| |

পরে সূপকার এইরূপ আপদ্ গ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না আমিরের তনয় সূপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সূপকারকে বিস্তর ধন দিয়া সয়দাগরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে দ্বিতীয় সূপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কূপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল ইহারদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না অত এব এইক্ষণে আমি সেখানে গেলে ভাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম

করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপায়ের দেশে পঁহুছিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল। এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিলেক।।

পরদিবস সীপাই আমির পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপহইতে বাহির্ করিয়া কহিলেক যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন অত এব তোমরা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাহারদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব দুই জন সূপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকেরদিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল এ জন্যে আমিরের পুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেক যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ। সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে ঘাইট কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব। পরে আমিরের পুত্র অতিনিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন যে সেই সূপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর বোদন করিল এবং আমিরপুত্রের পাদাবনত হইল। ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী ঘরেহইতে কহিলেক যে ও হে আমিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামীর হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী। আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।।

তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও নতুবা লজ্জা পাইব যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিণীর নিকট লজ্জিত হইলেন। পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা করিতে কুককুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ সে দিবস খোজেস্তা যাইতে পারিলেন না| |

।।পঞ্চম ইতিহাস।।

।।এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রকাশ হইলেন তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই। তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী তোমাকে প্রতি রাত্রিতে বিদায় করি কি কারণ তুমি গৌণ করিতেছ ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে স্বর্ণকার সূত্রধর দরজি আর উদাসীন এই চারি ব্যক্তিতে যেমন কলহ হইয়াছিল কিন্তু কাহার কিছু ফল হইল না পাছে সেই রূপ হয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন যে এই চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল তাহা কহ| |

তোতা কহিলেক যে এককালে এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক উদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্র বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল এবং তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অত এব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা সেই চারি জন বিবেচনা করিল। প্রথম প্রহর সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর করিবার কারণ বাইস বাহির্ করিয়া এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহাহইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিল। দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্ণকার নিদ্রাহইতে উঠিয়া আপন

চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া অনুমান করিলেক যে সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বিনা অলঙ্কার পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অত এব পুত্তলিকার কর্ণ গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বর্ণকার ইহাই বিবেচনা করিয়া দিব্য আভরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক। যখন তৃতীয় প্রহর হইল তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকিদিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু উলঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় উত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাইলেক তাহাতে বড় রূপ লাবণ্য হইল। অনন্তর উদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া আপন হস্তপাদ প্রক্ষালণের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে ভগবান্ এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাতে প্রাণ দেও। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর প্রাণ দিলেন। পরে কাষ্ঠ মূর্ত্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল| |

যখন নিশা অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোৎথান করিয়া সেই মূর্ত্তির উপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন। পরে সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দারু ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম অত এব এই স্ত্রী আমার আমি লইব। স্বর্ণকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে এই জন্যে এই স্ত্রী আমাকে অর্শে। দরজি কহিলেক যে কন্যা উলঙ্গ ছিল আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া পরাইয়া লজ্জা রক্ষা করিয়াছি একারণ এই নারীকে আমি পাইব। উদাসীন

কহিলেক যে কাষ্ঠ পুত্তলিকা ছিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য হইয়াছে অত এব এই স্ত্রীলোককে আমি গ্রহণ করিব| |

এইরূপে ইহারদের চারি জনে পরস্পর বিবাদ হইতেছিল ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক জন সেই খানে উপস্থিত হইলে তাহারা চারিজন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক। সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির্ করিয়া আনিয়াছ তারপর সেই পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল। তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ। তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল। কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস আর নগদ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম কিন্তু সে সব অর্থ আর সামগ্রী কোথা তাহা তোমরা এক্ষণে আনিয়া উপস্থিত করহ| |

এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে কৌতুক দেখিবার কারণ বিস্তর মনুষ্য আইল তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল সে কহিলেক এ কলহ কাহার হইতে নিষ্পত্তি হইবেক না ফলানা দেশে এক পুরাতন বৃহৎ বৃক্ষ আছে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত

কি মিথ্যা এই শব্দ তাহাহইতে বাহির্ হয়। ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল। পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ণ হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল এবং কন্যার গাত্রের গহনা আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল। পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্ত্ত তাহাতে মিলন হইল। শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল।।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা অত এব তুমি শীঘ্র গাত্রোৎথান করিয়া তোমার বন্ধুর কাছে যাও। খোজেস্তা তোতার কথানুসারে উঠিয়া গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও কুককুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল| |

।। ষষ্ঠ ইতিহাস ।।

।।কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে অস্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে উদয় হইলেন সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষণেতে ভূষিতা হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে উপন্যাস কহিতে দুঃখ দি এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাওনা একারণ আমি বড় লজ্জিতা আছি আর তোমার অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক। ইহাই শুনিয়া তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই রায়রায়াঁ নামে এক জন ছিলেন তাহার উপাখ্যান শুনিয়া থাকিবা সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকটে অতিশীঘ্র পঁহুছাইব। পরে খোজেস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায়রায়াঁর গর্প কি প্রকার তাহা কহ| |

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের রাজার অতি সুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল। অকস্মাৎ এক ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসক্ত হইয়া মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল। যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত তখন মনে বিচার করিত যে আমি ফকির তিনি রাজকন্যা আমি কিছু তাহার সমান ব্যক্তি নয়ি এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে ইচ্ছা করি কখন চাওর করে যে রাজার আর দীনের প্রীতি এক সমান অত এব রাজাকে কহিলে কন্যাকে পাইব| |

ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া কএক দিবসের পর রাজনিকটে কহিয়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও। রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ দেও। মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয় যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন উপায়েতে এ নগরহইতে দূর করিয়া দি। রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর। অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজকন্যাকে পাইবা| |

ফকির ইহাতে অতিচেষ্টিত হইয়া যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে উপায় জিজ্ঞাসা করে। এক ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির তোমার যাঞ্চা আর কাহা হইতে পূর্ণ হইবেক না রায়রায়াঁ নামে এক জন দাতা আছেন তাহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা তুমি পাইবা। ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া রায়রায়াঁর সন্নিধানে পঁহুছিয়া আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া এক হস্তির ভার স্বর্ণমুদ্রা যাঞ্চা করিলেক। রায়রায়াঁ তৎক্ষণাৎ এক হস্তিতে স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন। ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট পঁহুছাইলেক। রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন যে উপায় তুমি কহিয়াছিলা তাহাতে কিছু হইতে পারে না কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থিত করিয়াছে এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক বুঝি রায়রায়াঁ দিয়া থাকিবেন তাহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এমত নাহি যে এত দান করে এখন আর কোন উপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার

দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিত পাইবা না। ফকির জিজ্ঞাসিলেক যে আর কি চাহ তাহা কহ আমি দিব। পরে মন্ত্রী কহিলেক যদি তুমি রায়রায়াঁর মস্তক আনিয়া দেও তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা| |

ফকির ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার রায়রায়াঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার মস্তক রাজা চাহিয়াছেন ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব। রায়রায়াঁ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ আমার মস্তকের কারণ একান্ত ভাবিত হইও না কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি যে চাহে তাহাকে দিব অত এব এক পরামর্শ তোমাকে কহি তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও এবং তাহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা তাহাকে আনিয়াছি তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমার শরীরহইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা যদি মস্তক না লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব| |

ফকির সেই রূপ রজ্জু দিয়া রায়রায়াঁর গলা বন্ধন করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়াছিলা আমি তাহাকে সশরীরে আনিয়াছি বলতো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি। পরে রাজা রায়রায়াঁর পুরুষার্থ দেখিয়া তাহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্বেতে ও শূরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই আমার কন্যা তোমার

ক্রীতা দাসী তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায়রায়াঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন| |

তোতা রায়ারায়াঁর এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মস্তকেতেও তোমার প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারণ সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধ হইল| |

।।সপ্তম ইতিহাস।।

।।এক ব্যাধ এক তোতাকে বাচ্চা সুদ্ধা ধরিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গমন করিলেন আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে বাহির্ হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখতে বড় ব্যথিতা ও অশ্রুতে পরিপূর্ণ চক্ষু হইয়া তোতার নিকট আসিয়া তোতাকে চিন্তিত দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন। হে তোতা অদ্য তুমি ভাবিত কেন তোতা কহিল যে তোমার প্রিয়তম তোমার সহিত বিরূপ ব্যবহার করেন তিনি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন কি না তাহা জানি না যেমত রায় কামরূপের তোতা করিয়াছিল সেইরূপ পাছে তিনি করেন ইহাই ভাবিতেছি। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে রায় কামরূপের তোতা কিরূপ ব্যবহার রায় কামরূপের সঙ্গে করিয়াছিল তাহা কহ। পরে তোতা রায় কামরূপ রাজার তোতার উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিল| |

এক সময়েতে এক ব্যাধ এক তোতার বাসাতে ফাঁদ পাতিয়া যখন বাচ্চা সুদ্ধা তোতাকে ধরিলেক তখন তোতা অনুপায় হইয়া বাচ্চারদিগকে কহিলেক এখন এই যুক্তি যে তোমরা সকলে মৃত্যের ন্যায় হও তবে ব্যাধ তোমারদিগকে মৃত দেখিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলাইয়া দিবে আমাকে একাকী লইয়া গেলে ক্ষতি নাই কেননা আমি কোন উপায়ে রক্ষা পাইয়া তোমারদের নিকটে পঁহুছিব। পরে বাচ্চারা তদনুরূপ করিলেক। ব্যাধ তাহারদিগকে মৃত জানিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলিবামাত্রেই তাহারা উড়িয়া এক বৃক্ষের শাখাতে বসিলেক পরে ব্যাধ ইহাই

দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন তোতাকে ভূমে আছাড় দিতে উদ্যত হইল এবং কহিল বাচ্চারা তোর পরামর্শেতে পলাইয়াছে অত এব তোকে নষ্ট করিব। তখন তোতা কহিলেক যে ওহে ব্যাধ আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ হইবে তুমি আমাকে রক্ষা কর আমি আপনার মূল্য তোমাকে এত দেয়াইব যত কাল বাঁচিবা ততদিবস আর কোন ব্যবসা করিতে হইবেক না কেননা আমি বৈদ্যক শাস্ত্রেতে অতি নিপুণ। ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেক শুন তোতা আমার দেশের রাজার নাম রায় কামরূপ তিনি অনেক দিবস অবধি বড় পীড়িত তুমি তাহাকে সুস্থ করিতে পারিবা। তোতা কহিলেক এ বড় ক্ষুদ্র বিষয় আমি এমত চিকিৎসক যদি এক জনের শরীরে দুই সহস্র ব্যাধি থাকে তাহাও আমি সহজ ঔষধে দূর করিতে পারি কিন্তু তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া আমার বিদ্যার পরিচয় দেও তবে তুমি আমাকে বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিতে পারিবা| |

তারপর ব্যাধ তোতাকে পিঞ্জর মধ্যে করিয়া রায় কামরূপের সমীপে লইয়া গিয়া কহিলেক মহারাজ এই তোতা চিকিৎসা শাস্ত্রে বড় ভাল জ্ঞাত আছে রায় কামরূপ ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে এক জন শাস্ত্রজ্ঞা চিকিৎসক আমার বড় প্রয়োজন আছে যদি এ তোতা ভাল চিকিৎসক হয় তবে ইহার মূল্য কি লইবা তাহা বল। ব্যাধ বলিলেক যে এ তোতার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা রায় তৎক্ষণাৎ দশ হাজার তঙ্কা ব্যাধকে দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া লইলেন। পরদিবস তোতা রায় কামরূপের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে রাজার পীড়া অর্দ্ধেক উপসম করিয়া কহিলেক ও রায় কামরূপ মহারাজ আমার নিবেদন শুন আমার ঔষধে তোমার অর্দ্ধেক ব্যামোহ দূর হইয়াছে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে

পিঞ্জরহইতে বাহির্ কর তবে আর যে ঔষধেতে প্রয়োজন আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া ভাল করিতে পারি নতুবা পিঞ্জরে থাকিয়া কি প্রকার চেষ্টা করিব। রায় কামরূপ এই কথা সত্য জ্ঞান করিয়া তোতাকে পিঞ্জর হইতে বাহির্ করিয়া দিলেন। তোতা পিঞ্জরের বাহির্ হবামাত্র উড়িয়া গেল আর আইল ন| |

পরে ময়মুনের শুক এই কথা সঙ্গে করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে শুন কর্ত্রী আমিও এই ভয় করি পাছে তোমার বন্ধু রায় কামরূপের তোতার মত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করেন তবে তুমি কি করিবা অত এব কহিতেছি যাবৎ তাহাকে বিচার করিয়া না বুঝ তাবৎ তাহাকে কোন প্রকারে প্রত্যয় করিও না। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না| |

।।অষ্টম ইতিহাস।।

।।এক সয়দাগরের স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত চাতুরি করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কর্ত্রী তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না এখন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দেও তবে যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া তোতা কহিলেক যে তুমি প্রতি দিবস উপন্যাস শুনিতে রাত্রি প্রভাত কর ইহাতে আমার অপরাধ কি আমি বলিতেছি অদ্য রাত্রিতে প্রস্থান করুণ কিন্তু ইহার মধ্যে যদি তোমার পতি আসিয়া তোমাকে কোন স্থানে দেখেন তবে যেমত সয়দাগরের পত্নী চাতুরি করিয়াছিল তুমিও সেই রূপ করিয়া তোমার স্বামীকে ভুলাইও। পরে খোজেস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগরের পত্নী কিমত চাতুরি করিয়াছিল তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক নগরে এক বড় ধনবান্ সয়দাগরের এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল। যখন সয়দাগর বাণিজ্যার্থে জন্য দেশ গমন করিলেন তখন কতক দিনের পর সে স্ত্রী আপন স্বামী বাটীতে না আসাতে অন্য পুরুষেরদের সভাতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া নৃত্য গীতাদি করিত ছয়

বৎসরের পরে যে দিবস সয়দাগর স্বদেশে পঁহুছিলেন সে দিবস রাত্রি হইয়াছিল একারণ বাটী না যাইয়া এক স্থানে রহিয়া এক জন কুট্টনীকে ডাকিয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রির জন্যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমাকে আনিয়া দেও। কুট্টনী জ্ঞাত ছিল যে সয়দাগরের ভার্য্যা অতিসুরূপা আর সর্ব্বত্র গমনাগমন করে তাহাকে আনা উচিত ইহাই বিবেচনা করিয়া সয়দাগরের স্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেক যে এক জন ধনবান্ এই সহরে পঁহুছিয়াছে সেই জন এক উত্তমা স্ত্রী চাহে অত এব তোমার নিকট আসিয়াছি তুমি উঠ এবং তাহার নিকট চল। সয়দাগরের স্ত্রী কুট্টনীর কথা শুনিয়া বস্ত্র অলঙ্কারেতে ভূষিতা হইয়া কুট্টনীর সহিত সয়দাগরের অগ্রে আসিয়া দেখিলেক যে এ অন্য পুরুষ নহে কিন্তু আমার স্বামী ইহাই জ্ঞাত হইয়া চেঁচাইয়া প্রতিবাসি লোকেরদিগকে কহিতে লাগিল যে তোমরা আসিয়া আমার নিবেদন শুন। প্রতিবাসিরা শব্দ শুনিয়া সেই খানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেক ও স্ত্রীলোক তোমার কি নিবেদন কহ পরে সেই স্ত্রীলোক কহিলেক যে এই সয়দাগর আমার স্বামী ছয় বৎসর গত হইল বাণিজ্যার্থে বিদেশ গিয়াছিলেন আমি সেই অবধি পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি কবে আসিবেন কিন্তু কএক দিবস হইল সয়দাগর বিদেশ হইতে আসিয়া বাটী না যাইয়া এখানে রহিয়াছেন অত এব বুঝিতেছি যে আমাকে ভুলিয়াছেন অদ্য আমি ইহার আগমন সমাচার পাইয়া এ স্থানে আসিয়াছি অত এব তোমারদিগকে আপন বিষয় সমস্ত জানাইলাম যদি তোমরা বিচার কর তবে ভাল নতুবা আমি এই নগরের কাজির নিকট যাইয়া এ স্বামীকে ত্যাগ করিব। এমত স্বামীতে আমার প্রয়োজন নাই অনন্তর প্রতিবাসী ব্যক্তিরা সয়দাগরকে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলন করিয়া দিলেন পরে স্ত্রী আপন স্বামীকে

সঙ্গে করিয়া বাটী গেলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর কেবল আপনার চাতুরিতে কিছু দুর্ণাম হইল না| |

তোতা সয়দাগরের এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এক্ষণে উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাও আর গৌণ উচিত নহে পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুককুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তা সে দিবস যাইতে পারিলেন না| |

।। নবম ইতিহাস ।।

।।এক মদির স্ত্রী অন্য এক জন পুরুষের উপর আসক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে লজ্জা দিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্র তারাগণের সহিত উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা বিবস্ত্রা হইয়া আসিয়া রোদন করিতে ২ তোতার নিকট কহিলেন যে ওহে তোতা তুমি আমার অন্তঃকরণের কথা জ্ঞাত আছ এবং আমার দুঃখ দূরকর্ত্তা তুমি কিন্তু অদ্য আমি প্রিয়তমকে দেখিবার কারণ অধৈর্য্য হইয়াছি যদ্যপি অদ্য শীঘ্র আমাকে বিদায় দেও তবে তাহার নিকট যাই কেননা যে জন প্রেমাসক্ত হয় সে জন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না যদি তুমি বিদায় না কর তবে সাধ্য নাই একারণ বরদাস্ত করিব। ইহাই শুনিয়া তোতা উত্তর দিলেক যে শুন কর্ত্রী তুমি প্রতি নিশাতে বিদায় চাহিবার পরামর্শ করিতে আমার নিকট আসিতেছ কিন্তু আমার যুক্তিতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না যেমত এক জন দোকানির স্ত্রী মন্ত্রণা করিয়া তাহার ক্ষতি হয় নাই। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সেই দোকানির স্ত্রীর কথা কিপ্রকার তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক দিবস সেই দোকানির স্ত্রী অট্টালিকার উপরে বসিয়াছিল ইতিমধ্যে এক যুবা পুরুষ সেই স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইল। সেই স্ত্রী তাহা বুঝিয়া যুবা ব্যক্তিকে সঙ্কেতে কহিলেক যে তুমি অর্দ্ধরাত্রিতে আমার বাটীর ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিবা পরে আমিও সেই স্থানে যাইয়া দুই জনে প্রেমালাপ করিব। অনন্তর সেই পুরুষ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের সময় সেই স্ত্রীর কথানুসারে সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিল। তারপর সেই স্ত্রী সে পুরুষের নিকট

পঁহুছিয়া দুই জনে এক শয্যাতে শয়ন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিল এই সময় সেই দোকানির পিতা কোন কার্য্যের কারর্ণ বাটীর বাহির্ যাইতেছিল ইতিমধ্যে আপন পুত্রবধূ অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ইহাই দেখিয়া সেই স্ত্রীর এক পায়ের নূপুর খুলিয়া লইয়া আপন স্থানে রাখিয়া মনে ২ বিচার করিলেন যে কল্য পুত্রবধূকে সাজাই দেয়াবা পরে সে স্ত্রী যুবা পুরুষকে বিদায় করিয়া আপন স্বামীর নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া কহিলেক যে এ গৃহে বড় গ্রীষ্ম অত এব চল দুই জনে ঐ বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাই। পরে সে স্ত্রী স্বামীকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে যুবা পুরুষের সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া দুই স্ত্রী পুরুষে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় স্বামীকে জাগাইয়া বলিলেক যে তোমার পিতা এইক্ষণে এখানে আসিয়া আমার এক পদের নূপুর খুলিয়া লইয়া গেলেন ইতি এ কে বৃদ্ধ তাহাতে পিতা তুল্য এ কেমন রীতি যে আমি স্বামীর সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছি এমত সময় নির্লজ্জ হইয়া কোন বিবেচনায় আমার পাদের নূপুর লইয়া গেলেন। দোকানি ইহা শুনিয়া পিতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিল। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আপন পুত্রকে কহিলেন যে গত রাত্রিতে আমি কোন কর্ম্মার্থে বাহিরে যাইতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম যে পুত্রবধূ উপপতির সহিত একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছেন অত এব তাহার প্রমাণার্থে বধূর নূপুর লইয়া রাখিয়াছি। পুত্র ইহা শুনিয়া পিতাকে বিস্তর মন্দ কহিয়া বলিতে লাগিল যে গ্রীষ্মের কারণ আমি স্ত্রীর সহিত বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সেই সময় তুমি যাইয়া আমার স্ত্রীর পাহইতে নূপুর লইবামাত্র স্ত্রী আমাকে চেতন করিয়া এই সম্বাদ জ্ঞাত করাইলেক। ইহা শুনিয়া

পিতা লজ্জিত হইলেন সে স্ত্রীর কেবল আপন পরামর্শেতে এপ্রকার করিল| |

পরে তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোদেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষণে গাত্রোৎথান করিয়া যে তোমার মন হরণ করিয়াছেন তাহার নিকট যাও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা গমন করিতেছিলেন এই কালে কুককুট রব করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এজন্যে সে দিবসও খোজেস্তার যাওন রহিত হইল| |

।। দশম ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি তাহাতে যদি তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কি দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে। তোতা উত্তর করিলেক যে ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত দিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অত এব নিত্য রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কর আর আমার উপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি তোমার গোপন কথা প্রকাশ হয় তবে তোমাকে এক মন্ত্রণা শিখাইব তাহাতে তুমি দুর্ণাম আর আপদহইতে দূর থাকিবা যেমত এক শৃগাল সয়দাগরপুত্রীকে উপায় শিখাইয়াছিল সেই উপয়েতে সয়দাগরপুত্রী আপন বাটীতে গিয়াছিল। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগর তনয়া আর শৃগালের কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক নগরমধ্যে এক জন প্রধান লোক ছিল তাহার কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্ব্বোধ এক পুত্র ছিল। পরে সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগরের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেক। সয়দাগরের কন্যা অতিসুন্দরী গীত শাস্ত্রে বড় নিপুণা। পরে এক

রাত্রিতে সেই স্ত্রী আপন অট্টালিকার ছাতির উপর বসিয়া রহিয়াছে ইতিমধ্যে এক জন যুবাপুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের নীচে দাঁড়াইয়া গীত গাইতেছিল। ঐ স্ত্রী তাহার গীতের শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া অট্টালিকা হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহিলেক যে ওহে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্ব্বোধ ও কুৎসিত অত এব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে পার। সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া সেইক্ষণেই দুই জনে একত্রে প্রস্থান করিয়া এক পুষ্করিণীর তটোপরি এক বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেন। তাহারপর সেই যুবা সয়দাগর কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার আভরণ চুরি করিয়া লইয়া সে স্থানহইতে পলায়ন করিলেন| |

পরে সেই স্ত্রীলোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন গহনা এবং সেই লোককে বিছানাতে না দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এই ব্যক্তি আমার সহিত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করিয়া পলাইয়াছে কি করি ইহাই সেই পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল ইতিমধ্যে এক শৃগাল এক অস্থি দন্তে ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণীর ধারেতে এক মৎস্য দেখিয়া অস্থি দন্ত হইতে ফেলাইয়া মৎস্যের দিগে দৌড়াইলেন ইত্যবসরে সেই অস্থি কুককুরে লইয়া গেল এবং মৎস্য ও জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর শৃগাল ফের আসিয়া অস্থিও পাইল না। পরে সেই স্ত্রীলোক এই কৌতুক দেখিয়া হাসিতে শৃগাল জিজ্ঞাসিলেক যে ও স্ত্রীলোক কে তুমি কিকারণ এ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সে স্ত্রী আপন দশার সমস্ত বিবরণ কহিলেক। শৃগাল ইহা শুনিয়া বলিল যে এখন কার পরামর্শ এই যে তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় হাসিতে ২ আর রোদন করিতে ২ আপন বাটীতে যাও তবে তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কেহ কিছু

বলিবেক না। সে স্ত্রীলোক এইরূপ প্রবঞ্চনা করিলে অন্য কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে পারিল না| |

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে বলিলেক যে এখন সময় ভাল বটে তুমি উঠ আর তোমার বন্ধুর নিকট প্রস্থান কর কিছু ভাবনা করিও না। যদি তোমার কোন আপদ্ উপস্থিত হয় তবে তুমি যেমন শুনিলা সেইরূপ বঞ্চনা করিও। পরে খোজেস্তা যখন আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন তৎসময় ঊষাকাল হইল ও কুককুট রব করিতে লাগিল একারণ খোজেস্তার যাওন বারণ হইল| |

।। একাদশ ইতিহাস ।।

।।এক ব্যাঘ্রের কাছে এক ব্রাহ্মণ লোভ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার কথা।।

যে সময় সূর্য্যাস্তে চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা বিদায়কারণ শুকের নিকট গিয়া কহিলেন যে আমি বুঝিলাম আমার বেদনার সমাচার তুমি জানিয়া আমাকে বিদায় না করিয়া নিত্য ইতিহাস শুনাইতেছ এ কেমন ধারা। তোতা উত্তর করিলেক যে আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিটক পঁহুছ কিন্তু তুমি আপনি গৌণ করিতেছ ইহাতে আমার কিছু ত্রুটি নাই তুমি অদ্য রাত্রিতে ত্বরা করিয়া যাও কিন্তু শীঘ্র বাহুড়িয়া আইস সেখানে কোন লোভ করিয়া থাকিও না কেননা লোভ করাতে বড় মন্দ যেমন এক ব্রাহ্মণ লোভ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে ব্রাহ্মণ কিপ্রকার লোভ করিয়াছিল তাহা কহ। শুক বলিতে লাগিল| |

এক নগরে এক ব্রাহ্মণ ধনবান্ ছিলেন অকস্মাৎ সে ব্রাহ্মণ দৈন্য হইয়া অনুপায় দেখিয়া বিদেশে গমন করিলেন। পরে এক দিবস সেই বিপ্র বনমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেক যে এক সরোবরের পাড়েতে এক ব্যাঘ্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সম্মুখে এক খেঁকশিয়ালি আর এক হরিণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বিপ্র ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইলেন ইতিমধ্যে সেই খেঁকশিয়ালির আর মৃগের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের উপর পড়িবামাত্রে তাহারা পরামর্শ করিলেক যদি ব্যাঘ্র এই দুঃখী ব্যক্তিকে দেখে তবে নষ্ট করিবেক অত এব কোন উপায় কর্ত্তব্য যেন ব্যাঘ্র উহাকে নষ্ট না করিয়া কিছু দেয়। মৃগ

আর খেঁকশিয়ালি এই যুক্তি স্থির করিয়া ব্যাঘ্রকে কহিতে লাগিল যে তোমার দান এমত প্রকাশ হইয়াছে যে ইহা শুনিয়া অদ্য এক দুঃখী ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহাকে আপন নিকটে ডাকিয়া বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে যে সব ব্যক্তিরদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিল তাহারদের অলঙ্কার সকল সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল সে সমস্ত আভরণ বিপ্রকে দিয়া বিদায় করিল পরে ব্রাহ্মণ স্বর্ণের লোভেতে পুনরায় সেই ব্যাঘ্রের নিকটে গেলেন সে দিবস এক গোবাঘা আর এক কুককুর সেই ব্যাঘ্রের নিকটে ছিল তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্যাঘ্রকে কহিলেক এই মনুষ্যের এত আস্পর্দ্ধা যে তুমি না ডাকিতে আপনি তোমার সমীপে আসিতেছে। কিছু ভয় করে না। ব্যাঘ্র ইহারদের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে চিরিয়া খান ২ করিল| |

শুক এই কথা সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ব্রাহ্মণ যদি লোভ না করিত তবে নষ্ট হইত না অত এব যে কেহ লোভ করে সে আপদে পড়ে কিন্তু এক্ষণে এক প্রহর রাত্রি আছে অত এব তুমি শীঘ্র তোমার প্রিয়তমের স্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আইস। পরে খোজেস্তা উঠিয়া গমন করিতেছিলেন এমত সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুককুট রব করিতে লাগিল একারণ খোজেস্তার যাওন রহিত হইল| |

।। দ্বাদশ ইতিহাস ।।

।।এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মূষিকেরদিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ উদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া তোতাকে ভাবনাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে তুমি ভাবিত কেন। তোতা উত্তর করিলেক যে আর কোন উদ্বেগ নাই কেবল তোমার ভাবনায় আমাকে ভাবিত করিয়াছে কেননা তুমি নিত্য রাত্রিতেই আমার স্থানে উপকথা শুনিয়া প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না ইহাতে আমি বড় ভয় পাইতেছি যদি তোমার পতি অকস্মাৎ পঁহুছেন তবে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট যাইতে না পারিয়া লজ্জিতা হইবা যেমত বিড়াল সকল মূষিককে নষ্ট করিয়া অপদস্থ আর লজ্জিত হইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক এ বড় আশ্চর্য্য কথা ইন্দুর বিড়ালের খাদ্যবস্ত্ত তাহাকে নষ্ট করাতে কিরূপে বিড়াল অপদস্থ ও লজ্জিত হইল তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক বনেতে এক অতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র থাকিত সেই ব্যাঘ্রের বার্দ্ধক্যের কারণ সমস্ত দন্তেতে ছিদ্র হইয়াছিল ব্যাঘ্র যখন মাংস ভোজন করিত তখন মাংসখণ্ড সেই দন্তের ছিদ্রেতে কিঞ্চিৎ ২ লাগিয়া থাকিত অপর সেই বনে বিস্তর মূষিক ছিল তাহাতে ব্যাঘ্র নিদ্রা গেলে তাহারা ঐ সকল মাংসখণ্ড দন্ত হইতে টানিয়া লইত এ জন্যে ব্যাঘ্রের সুখের নিদ্রাতে দুঃখ হইত ব্যাঘ্র ইন্দুরেরদিগকে দূর করিবার কারণ আর ২ যে সব সভাসত পশু ছিল তাহারদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন তাহাতে খেঁকশিয়ালি নিবেদন করিলেক যে

তোমার প্রজা এক বিড়াল আছে তাহাকে আজ্ঞা কর যে সমস্ত রাত্রি এখানে চৌকিদারি করে। ব্যাঘ্র খেঁকশিয়ালির মন্ত্রণায় নিষ্কর্ম্মান্বিত এক বিড়ালকে ডাকাইয়া কোটালের কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিল। পরে বিড়াল তদাজ্ঞানুসারে কোটালি কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইলে ইন্দুরেরা বিড়ালকে দেখিয়া পলাইল। সেই দিবসাবধি ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত একারণ ব্যাঘ্র সেই বিড়ালকে বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া তাহার পদবৃদ্ধি করিলেক। কিন্তু বিড়াল ইন্দুরেরদিগকে কেবল ভয় দেখাইত কেননা ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিলে ব্যাঘ্রের সহিত আমার কোন প্রয়োজন থাকিবেক না এবং আমাকেও এ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেক না। ইহা বিবেচনা করিয়া কখন একটি ইন্দুরকেও নষ্ট করিত না পরে এক দিবস বিড়াল আপন বৎসকে ব্যাঘ্রের নিকট আনিয়া কহিলেক যে আমি অদ্য কোন স্থানে এক কার্য্যে যাইতে চাহি যদি আজ্ঞা হয় তবে আপন বৎসকে এ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাই কল্য আসিয়া পঁহুছিব। পরে ব্যাঘ্র বিদায় করিলে বিড়াল আপন বৎসকে কার্য্যস্থানে রাখিয়া অন্যত্রে গেল| |

অনন্তর বিড়ালের বৎস যে ইন্দুরকে দেখে তাহাকেই নষ্ট করে এই রূপে সকল ইন্দুরকে নষ্ট করিলেক একদিন ও এক রাত্রির মধ্যে সকল ইন্দুর নষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস বিড়াল পঁহুছিয়া ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট দেখিয়া আপন বৎসকে ত্রস্কার করিয়া কহিলেক যে তুই কেন ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিয়াছিস। বৎস বলিলেক যে তুমি গমন সময় কেন আমাকে বারণ কর নাই ইহাতে বিড়াল ও বিড়াল বৎস দুই জনেই অপ্রস্তুত হইলে কএক দিবস পরে ব্যাঘ্র কোটালি কর্ম্মহইতে বিড়ালকে তগির্ করিলেক| |

তোতা এই ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তোমার এ কি মন্দ ধারা দেখিতেছি বন্ধুর নিকট যাইতে কেন গৌণ করিতেছ শীঘ্র যাও কেননা যদি তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকটে বিড়ালের ন্যায় অপ্রস্তুত হইবা। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা উঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইবেন এই সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুককুট রব করিল এত এব সে দিবস খোজেস্তা যাইতে পারিলেন না| |

।। ত্রয়োদশ ইতিহাস ।।

।।সকল মণ্ডূকের প্রধান সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল তাহার এবং এক ভূজঙ্গের কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায়ের অনুমতি চাহিতে তোতার সমীপে গিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় বুদ্ধিমন্ত জানিয়া তোমার জ্ঞান বাক্য প্রতি রাত্রিতেই শুনি কিন্তু তোমার পরামর্শেতে আমার উপকার ও বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল না। তোতা উত্তর করিল যদ্যপি এই কর্ম্মে অনেক গৌণ হইতেছে তথাপি তুমি খাতির্ জমায় থাকহ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট পঁহুছাইব ও খোজেস্তা তোমাকে আরও কহি শুন যাহার সকল কর্ম্মে দৃষ্টি থাকে তাহাকে বুদ্ধিমন্ত কহি এবং যে শেষ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে সে সাপুর মণ্ডূকের ন্যায় অপ্রতিভ হয়। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সাপুর মণ্ডূকের উপাখ্যান কিমত তাহা আমাকে কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক| |

আরব দেশে এক বড় গম্ভীর কূপমধ্যে বিস্তর মণ্ডূকের সরদার সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল। পরে সাপুর সমস্ত মণ্ডূকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলে মণ্ডূকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর কহিলেক যে সাপুরের উৎপাতেতে আমারদের প্রাণ শেষ হইল অত এব এই উচিত যে আর এক মণ্ডূককে প্রধান করি তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া আর এক ভেককে সরদার করিয়া সাপুরকে সে স্থানহইতে বাহির্ করিয়া দিলেক। অনন্তর সাপুর অনুপায় দেখিয়া এক সর্পের সুড়ঙ্গের নিকট যাইয়া অল্পে ২ শব্দ

করিতে লাগিল। সর্প ঐ শব্দ শুনিয়া সুড়ঙ্গহইতে আপন মস্তক বাহির্ করিয়া সাপুর মণ্ডূককে দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া কহিলেক যে ও মণ্ডূক তুমি আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অত এব কেন আপন প্রাণ দিতে আমার নিকটে আসিয়াছ। সাপুর উত্তর করিলেক যে আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। সর্প জিজ্ঞাসিল যে সে কি তাহা কহ। সাপুর মণ্ডূক আপনার দশা জানাইয়া বলিলেক যে মণ্ডূকেরদিগকে তুমি নষ্ট করিয়া আমার স্থান আমাকে দেও। সর্প ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সাপুরকে অনুগ্রহ করিয়া কহিলেক যে সে কূপ আমাকে দেখাও তবে তাহারদিগকে হস্তবশ করিয়া তোমার বাসস্থান তোমাকে দিয়া আসিব| |

পরে সাপুর ভূজঙ্গকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া সেই কূপ দেখাইলে সর্প তাহার মধ্যে যাইয়া কিছু দিবসেতে সাপুর ব্যতিরেক সে সকল মণ্ডূককে ভক্ষণ করিলেক পরে এক দিবস সেই সর্প সাপুরকে কহিলেক যে আরও একটি মণ্ডূকও কূপমধ্যে নাই এখন আমি বড় ক্ষুধিত আছি অত এব শীঘ্র তুমি আমার আহারের আয়োজন কর কদাচ অভুক্ত রাখিও না। সাপুর সর্পকে কহিলেক যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মণ্ডূকেরদিগকে নষ্ট করিয়া আমার বাসস্থান লইয়াছ এখন আমার স্থান আমাকে দিয়া তুমি আপন বাটীতে যাও। ইহাতে সর্প বলিল যে তোমাকেও ত্যাগ করিয়া যাইব না। ইহা শ্রবণমাত্র সাপুর ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় কেন সর্পের স্থানে উপকার চাহিয়াছিলাম ভাল করি নাই। পরে সাপুর বিবেচনা করিয়া সর্পকে কহিলেক যে এ স্থানহইতে কিছু দূরে মণ্ডূকেতে পরিপূর্ণ এক কূপ আছে যদি আমাকে আজ্ঞা কর তবে আমি সে স্থানে যাইয়া কোন রূপে তাহারদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিকটে আনি। ইহা শুনিয়া সর্প

তুষ্ট হইয়া সাপুরকে বিদায় দিল। পরে সাপুর সেই কূপহইতে বাহিরে আসিবামাত্র পলাইয়া এক বড় পুষ্করিণীতে লুকাইয়া রহিল। কএক দিবসাবধি সাপুরের না আসাতে সর্প কূপহইতে বাহির্ হইয়া আপন স্থানে গমন করিলেক| |

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তুমি যাও কদাচ গৌণ করিও না। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেই কুককুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ সে দিবস যাইতে পারিলেন না| |

।। চতুর্দশ ইতিহাস ।।

।।এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গেলেন ও চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা রোদন করিতে ২ তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেক যে নিত্য রজনীতে পরামর্শ লইতে ও বিদায় হইতে তোমার নিকট আসি তাহাতে তুমি ইতিহাস কহ। কিন্তু ইতিহাস শুনিবার কারণ আমি আসি না। তোতা উত্তর করিলেক যে ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না বরং তোমার লভ্য হইবেক অত এব তুমি অদ্য নিশাতে শীঘ্র গমন করিয়া আপন প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ কর যদি কোন শত্রু তোমার সস্থানে উপস্থিত হয় তবে তুমি শিয়াগোসের মত ছলনা আরম্ভ করিও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে শিয়াগোসের উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক গহনে এক ব্যাঘ্র আর তাহার সভাসত এক বানর ছিল পরে এক দিবস ব্যাঘ্র ভ্রমণ করিতে গেলে এক শিয়াগোস সেই স্থান ভাল দেখিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলে সেই বানর তাহাকে কহিলেক যে ও শিয়াগোস এ স্থান ব্যাঘ্রের তোমার এমন কি ক্ষমতা যে তুমি বিনা আজ্ঞায় ব্যাঘ্রের স্থানে বাস করিবা। শিয়াগোস উত্তর করিলেক যে এই স্থান আমার পৈত্রিক অত এব আমি লইলাম তুই কি জানিস যে আমাকে এমত বলিস। বানর ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলে সেই শিয়াগোসের স্ত্রী শিয়াগোসকে কহিলেক যে আমারদের এ স্থানে থাকা কোন প্রকারেই পরামর্শ নয় কেননা আমরা ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত আপনাকে সমান

করিতেছি এ কেবল নষ্ট হইবার কারণ। ইহা শুনিয়া শিয়াগোস স্ত্রীকে কহিলেক যে প্রিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হইও না যে কালে ব্যাঘ্র আসিবেক সেই কালে আমি কোন ছলেতে তাহাকে এ স্থানহইতে দূর করিব| |

পরে কিছু কালানন্তরে সেই বানর ব্যাঘ্রের আগমনের সম্বাদ পাইয়া অগ্রে গিয়া শিয়াগোসের সহিত যেমত ২ কথোপকথনের দ্বারা কলহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত ব্যাঘ্রকে জ্ঞাত করাইলেক। ব্যাঘ্র তাহা শুনিয়া বানরকে কহিলেক যে শিয়াগোসের সাধ্য নয় যে আমার স্থান লয় অত এব বুঝি সে আমাহইতে কোন বলবান্ জন্তু হইবেক। বানর বলিল সে তোমাহইতে কোন মতে বড় নয়। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার উত্তর করিলেক যে এ কি কথা আমাহইতে বহু জন্তু বলবান্ এবং বড় আছে ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভীত হইয়া আপন স্থানের নিকট গমন করিয়া গোপনে রহিল। শিয়াগোস ব্যাঘ্রের আগমনের পূর্ব্বে আপন স্ত্রীকে কহিলেক যে আমি অনুমান করিতেছি বানর ব্যাঘ্রকে আনিতে গিয়াছে কি জানি কখন আইসে অত এব এক্ষণে এই পরামর্শ যখন ব্যাঘ্র নিকট পঁহুছিবেক তখন তুমি বৎসেরদিগকে ক্রন্দন করাইও তাহাতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব যে কেন বৎসেরা রোদন করিতেছে সেই সময় তুমি কহিও ঘরে যে মাংস আছে তাহা ভোজন না করিয়া ব্যাঘ্রের টাটকা মাংস ভোজন করিতে চাহিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পর শিয়াগোসের স্ত্রী ব্যাঘ্রকে বাটীর নিকট আসিতে দেখিয়া বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল তাহা শুনিয়া শিয়াগোস আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেক যে বৎসেরা কি জন্যে ক্রন্দন করিতেছে। স্ত্রী কহিলেক যে বৎসেরা খাইতে না পাইয়া রোদন করিতেছে। শিয়াগোস কহিলেক কেনে কালিকে বিস্তর ব্যাঘ্রের

মাংস আনিয়া তোমাকে দিয়াছিলাম তাহা কিছু নাই। স্ত্রী উত্তর করিল যে বাসি মাংস ভক্ষণ না করিয়া টাটকা মাংস খাইতে চাহে। তখন শিয়াগোস বৎসেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল যে তোমরা রোদন করিও না কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি শুনিয়াছি যে এখানকার ব্যাঘ্র অদ্য পঁহুছিবে অত এব কিছু ভাবনা নাই ঐ ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিয়া টাটকা মাংস ভোজন করাইব। পরে ব্যাঘ্র শিয়াগোসের এই কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিয়া দূরে পলাইয়া বানরকে কহিলেক যে আমি পূর্ব্বে শুনিবামাত্রেই বলিয়াছিলাম সে শিয়াগোস নয় তাহার এমত যোগ্যতা কি আর কোন শক্তিমান পশু হইবেক। বানর প্রত্যুত্তর করিলেক যে আপনি শঙ্কা করিবেন না ও শিয়াগোসি বটে তোমাকে ভয় দেখাইতেছে এই কথায় ব্যাঘ্র ফের শিয়াগোসের বাসার সমীপে গেল তাহা দেখিয়া শিয়াগোসের স্ত্রী পুনর্ব্বার বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল শিয়াগোস কহিলেক যে ও স্ত্রী বৎসেরদিগকে চুপ করাও অদ্য ব্যাঘ্রের মাংস অবশ্য পাইব কেননা বানর আমার অতি প্রিয়তম অত এব আমার নিকট দিব্য করিয়া কবুল করিয়াছে যে কোন প্রকারে ব্যাঘ্রকে ভুলাইয়া আমার নিকটে আনিবেক অত এব তুমি বৎসেরদিগকে চুপ করাও নতুবা ব্যাঘ্র আমারদের কথার শব্দ শুনিয়া এখানে আসিবেক না ব্যাঘ্র এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বানরকে ধরিয়া খান ২ করিয়া পলায়ন করিলেক পুনর্ব্বার আর আইল না| |

তোতা শিয়াগোসের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি আপন প্রিয়তমের নিকট যাও যদি কোন আপদ্ ঘটে তবে তুমি এইমত বঞ্চনা করিও তবে অবশ্য রক্ষা পাইবা। ইহা শুনিয়া

খোজেস্তা যাইতেছিলেন ইতিমধ্যে ঊষাকাল হইল ইহাতে সে দিবসেও যাওন হইল না| |

।। পঞ্চদশ ইতিহাস ।।

।।জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল সে আপনার কপাল সহকারি করে নাই তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা এক প্রহর রাত্রির পরে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমার ব্যাপক কালের বন্ধু বট কিন্তু তোমার বিস্তর কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে তোমাহইতে আমার কিছু উপকার হইল না। তোতা ইহার উত্তর করিলেক যে কর্ত্রী কেন আপনি ক্রোধ করিয়া এমত আজ্ঞা করিতেছেন আমি নিত্য রাত্রেই তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার প্রাক্তন জরির তন্তুবায়ের ন্যায় মন্দ অত এব তুমি যাইতে পার না ইহাতে আমার অপরাধ কি। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে জরিরের উপন্যাস কিমত তাহা কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক নগরে জরির নামে এক জন তন্তুবায় ছিল সে সর্ব্বদা পট্টবস্ত্র বুনিত এক দণ্ডও অপকাশ ছিল না তথাচ তাহার কিছু লভ্য হইত না। এক জন মন্দ বস্ত্র বুনক জরিরের বন্ধু ছিল। পরে এক দিবস জরির সেই বন্ধুর স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ অট্টালিকাময় বাটীতে যাইয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেক যে আমি রাজাধিরাজের উপযুক্ত বস্ত্র বুনি তথাচ আমার রুটিতে লবণ হয় না এই ব্যক্তি এমত মন্দ বস্ত্র বুনিয়া এত অর্থ কোথা হইতে পাইলেক ইহা বিবেচনা করিতে ২ আপন বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে এই নগরমধ্যে আমার তুল্য বস্ত্র বুনিতে কেহ পারে না কিন্তু সকলে আমার ব্যবসায়কে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে অত এব উচিত হয় যে আমি

অন্য সহরে যাই সে স্থানে আমার বিস্তর সম্মান এবং মর্য্যাদা হইবেক। পরে জরিরের স্ত্রী উত্তর করিলেক যাহা তোমার অদৃষ্টে আছে যেখানে যাইবা তাহাই হইবেক এক দিবসও কপালের অধিক কিছুই তুমি পাইবা না। অত এব কেন বিদেশ যাইয়া কর্ম্মভোগ করিবা। জরির ইহা না শুনিয়া গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া কিছু কাল সেই স্থানে থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা বিস্তর মুদ্রা পাইয়া জরির তাহার আপন বাটীতে গমন করিতে পথমধ্যে রাত্রি হইল এক স্থানে থাকিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। পরে জরিরের নিদ্রা হইলে এক চোর তাহার সকল টাকা চুরি করিয়া পলাইতেই জরির গাত্রোৎথান করিয়া চোরের পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অত্যন্ত জরির উদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেশে যাইয়া কিছুকাল ব্যবসা করিয়া অনেক মুদ্রা একত্র করিয়া পুনর্ব্বার বাটী প্রস্থান করিল| |

যে স্থানে রাত্রি হয় অতিসাবধানে সেই স্থানে থাকে তথাচ তাহার মুদ্রা চোরে লয় জরির ইহাতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রিক্তহস্তে বাটী পঁহুছিয়া এই সব কথা আপন স্ত্রীকে কহিলেক। স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক যে প্রথমেতেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে যাহা কপালে আছে কোন স্থানে গেলে তাহার অধিক হইবেক না। কিন্তু তুমি ইহা না শুনিয়া বিদেশ গিয়াছিলা কহ কি লভ্য করিলা এই কথায় জরির বড় লজ্জিত হইল| |

তোতা এই উপন্যাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি আর গৌণ করিও না উঠ শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকট যাও তখন খোজেস্তা সে স্থানে গমন করিতে গাত্রোৎথান করিলেই প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিনেও যাওন হইল না| |

।। ষোড়শ ইতিহাস ।।

।।চারি জন ধনবান্ জরির হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে ২ তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহা নীতবচনে কি হইতে পারে অত এব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারি জন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামোহ পাইয়াছিল খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু ধনবান্ ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জনে আপন ২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্ককহইতে মণি যে স্থানে পরিবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির্ হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে

গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিলে যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির্ হইল অত এব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুদিয়া রুপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপাল হইতে রুপা বাহির্ হইয়াছে অত এব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণহইতে অধিক আর কোন বস্ত্ত নাই অত এব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অত

এব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অত এব যাওয়া হইল না| |

।। সপ্তদশ ইতিহাস ।।

।।এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।।

সূর্য্য পশ্চিমদিগকে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির্ হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিমান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কিপ্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল| |

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির্ হইয়া বনে গেল। আর ২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎজন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ

চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে হরিণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত একারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক| |

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে ও কর্ত্রী ভাল মন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অত এব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভাল মন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুককুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না| |

।। অষ্টাদশ ইতিহাস ।।

।।চন্দ্রনাম্নী এক স্ত্রীলোক বসির নামা এক জনের সহিত অত্যন্ত প্রীতি করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির্ হইল তখন খোজেস্তা দুঃখিত চিত্তা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেক ও তোতা নিত্য রাত্রিতে বিদায় চাহিতে তোমার নিকট আসি কিন্তু জ্ঞানবাক্য শুনিতে আসি না যে তুমি তাহা কহ। তোতা কহিলেক ও খোজেস্তা তুমি খাতিরজমায় থাক শীঘ্র তুমি তোমার প্রিয়তমের সহিত একত্র হইবা যেমন আরব্বীয় এক ব্যক্তি প্রথমে দুঃখ পাইয়া শেষে সুখ পাইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে তাহার ইতিহাস কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক নগরে এক যুবা ছিল তাহার নাম বসির সে চন্দ্রনাম্নী এক স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়াছিল। কএক দিবস পরে চন্দ্রার স্বামী ঐ গুপ্ত কথা জ্ঞাত হইয়া অন্য স্থানে চন্দ্রাকে লইয়া গেল কিন্তু বসির চন্দ্রাকে না দেখিয়া দিবারাত্রি রোদন করিত এক আরব্বীয় ব্যক্তি বসিরের বহু কালের বন্ধু ছিল। এক দিবস বসির তাহাকে কহিলেক যে আমি চন্দ্রার নিকট এক দিবস যাইতে চাহি যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবে গমন করিতে পারি। আরব্বীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকৃত হইয়া দুই জনে একত্রে গমন করিয়া চন্দ্রার বাসার নিকট পঁহুছিয়া এক বৃক্ষের তলে উত্তরিয়া বসির সেই আরব্বীকে চন্দ্রার নিকট প্রেরণ করিলেক। পরে আরব্বীয় ব্যক্তি চন্দ্রার বাটীতে যাইয়া বসিরের নমস্কার চন্দ্রাকে কহিয়া কহিলেক যে রাত্রিতে ঐ

বৃক্ষের তলে তুমি যাইবা। পরে রাত্রি হইলে সেই তরুতলে চন্দ্রা বসিরের সমীপে পঁহুছিলে বসির চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেক যে তুমি অদ্য সকল রাত্রি এই স্থানে থাকিতে পারিবা কি না। চন্দ্রা উত্তর করিলেক যদি আরব্বীয় পুরুষ এক কার্য্য করেন তবে থাকিতে পারি। তাহা শুনিয়া আরব্বী জিজ্ঞাসিলেক কি কর্ম্ম। চন্দ্র কহিলেক যে যাবৎ আমি ফিরিয়া না য়াই তাবৎ আমার এই জামা পরিয়া তুমি আমার বাটীতে গমন করিয়া আমার গৃহের রোয়াকের উপর বসিয়া থাক যখন আমার স্বামী দুগ্ধপাত্র আনিয়া তোমাকে দিবেন এবং পান করিতে বলিবেন তখন তুমি মুখ দেখাইয়া দুগ্ধপাত্র তাহার হস্তহইতে লইও না তারপর যে কালে তিনি দুগ্ধপাত্র রাখিয়া বাটীর বাহিরে যাইবেন তখন পয়ঃপান করিও। আরব্বীয় ব্যক্তি ইহা কবুল করিয়া চন্দ্রার বাটীতে গিয়া সেই রূপ বসিয়া রহিল| |

চন্দ্রার পতি আলয়ে পঁহুছিয়া দুগ্ধের কটরা আনিয়া আরব্বীকে চন্দ্রা জ্ঞান করিয়া দুগ্ধ পান করিতে নানামত কহিলেক কিন্তু আরব্বী কোন উত্তর করিলেক না এবং দুগ্ধ কটরাও তাহার হস্ত হইতে লইল না তখন স্বামী ক্রোধ করিয়া কহিলেক যে তোকে আমি এত অনুগ্রহ করি তোর এত বড় সাধ্য যে আমার কথার উত্তর করিস না ইহা বলিয়া এমত চাবুক মারিলেক যে আরব্বীয়ের পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ এক দাগ হইল পরে চন্দ্রার স্বামী সেখান হইতে বাহিরে গেলে আরব্বীয় আপন পৃষ্ঠের বেদনাতে কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল। চন্দ্রার মাতা রোদন শুনিয়া আসিয়া কহিলেক যে এত প্রকার বুঝাই তথাচ তোমার জ্ঞান হইল না কেন আপন স্বামীকে প্রেম না করিয়া সর্ব্বদা বসিরের কারণ ভাব এবং আপন স্বামীর কথার উত্তর না করিয়া কেন এক মারি খাইলা ইহা বলিয়া

চন্দ্রার মাতা সে স্থান হইতে যাইয়া চন্দ্রার ভগিনীকে কহিলেক যে চন্দ্রা একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছে তুমি তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে নীতি শিক্ষা করাও যেন আর অন্যপুরুষকে ভাল না বাসিয়া আপন স্বামীকে প্রেম করে| |

পরে চন্দ্রার ভগিনী আসিবামাত্রে আরব্বীয় পুরুষ তাহাকে দেখিয়া পৃষ্ঠের বেদনা ভুলিয়া ঘোমটাহইতে মস্তক বাহির্ করিয়া কহিলেক যে ও স্ত্রী তোমার ভগিনী আমাকে এই স্থানে রাখিয়া বসিরের নিকট গিয়াছে ইহাতেই চন্দ্রার স্বামী আমাকে আপন পত্নী জানিয়া একত্রে প্রহার করিলেক দেখ তোমার ভগিনীর জন্যে আমি এত দুঃখ পাইলাম তোমার উচিত হয় যে আমার সহিত শয়ন কর। কিন্তু এ সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না যদ্যপি প্রকাশ কর তবে তোমার ভগিনী এবং আমি দুর্ন্নামগ্রস্ত হইব। এই কথাতে চন্দ্রার ভগিনী আরব্বীয়ের সহিত শয়ন করিল পরে কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে আরব্বীয় ব্যক্তি চন্দ্রার নিকট গেল। চন্দ্রা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেক যে কিরূপে তোমার রাত্রে গিয়াছে আরব্বী তাহার স্বামীর কথা সমস্ত কহিয়া আপন পৃষ্ঠ দেখাইলেক কিন্তু তাহার ভগিনীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করিয়াছিল তাহা কহিল না। চন্দ্রা সেই পৃষ্ঠের চাবুকের দাগ দেখিয়া বড় লজ্জা পাইলেক| |

তোতা এই বাক্য সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষণে গাত্রোৎথান করিয়া প্রিয়তমের নিকট যাও। পরে খোজেস্তা যাইতেছিল এই কালে কুককুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার গমন হইল না| |

।। ঊনবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগরের অশ্ব আর এক জনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।।

যে সময় সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে উদয় হইল সেই সময় খোজেস্তা উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেক ও হে তোতা শুন যদ্যপি আমি বন্ধুর নিকটে গমন করিতে পারি তথাপি তুমি বিদায় না করিলে আমার গমন পরামর্শ নহে কেননা তোমার বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি অত এব অদ্য আমাকে তুমি শীঘ্র বিদায় কর। তোতা কহিলেক শুন আমার কর্ত্রী জ্ঞানীব্যক্তিরা মন্ত্রণা ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করে না তুমিও জ্ঞানবতী যদি তুমি বিনা পরামর্শেতে কোন কর্ম্ম কর তবে শেষ মন্দ হইবেক আর সকলে তোমার বুদ্ধির দোষ দিবেক আর সহসা গমন করিলে যদি একান্ত কেহ তোমার সহিত শত্রুতা করে তবে তুমি এই মত উপায় করিবা যেন কোন উৎপাত তোমাকে না হয় যেমন এক সয়দাগর তন্ত্রতা করিয়া কোন উৎপাতগ্রস্ত হয় নাই। পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহার উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ| |

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে পূর্ব্ব কালে এক জন সয়দাগর বড় বুদ্ধিমান ছিল তাহার এক অশ্ব বড় দুষ্ট ছিল। এক দিবস সেই সয়দাগর ভোজন করিতেছিল ইতিমধ্যে আর এক জন এক অশ্বীর উপরে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়া অশ্বী হইতে নীচে নামিয়া আপন অশ্বীকে সয়দাগরের ঘোটকের নিকটে বান্ধিতে চাহিবামাত্র প্রথম সয়দাগর তাহাকে নিষেধ করিলেক যে

আমার ঘোটকের নিকটে তোমার অশ্বীকে বান্ধিও না সেই ব্যক্তি নিষেধ না শুনিয়া তুরঙ্গীকে সেই অশ্বসমীপে বান্ধিয়া আপনি সয়দাগরের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। পরে সয়দাগর তাহাকে বলিল যে তুমি কেমন মনুষ্য আমার পরিচয় না লইয়া কি রূপে আমার সহিত তুমি ভোজন করিতে লাগিলা সেই ব্যক্তি তাহার কোন উত্তর করিলেক না তখন সয়দাগর কোন জবাব না পাইয়া তাহাকে বধির জানিয়া নিরব হইয়া থাকিল। এক মুহূর্ত্তেক পরে সয়দাগরের ঘোটক সেই অশ্বীর উদরে এমন এক পদাঘাত করিল যে অশ্বী উদর চিরিয়া মরিয়া গেল| |

অনন্তর সেই ব্যক্তি সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার ঘোটক আমার অশ্বীকে নষ্ট করিল কিন্তু অশ্বীর মূল্য তোমার স্থানে অবশ্য আমি লইব। ইহাই বলিয়া কলহ করিয়া কাজীর নিকটে যাইয়া নালিষ করিলেক। কাজী তাহার নালিষানুসারে সয়দাগরকে ডাকাইয়া এই সকল কথা জিজ্ঞাসিলেক। কিন্তু সয়দাগর কোন উত্তর না করিয়া নিরব হইয়া রহিল। তখন কাজী সয়দাগরকে বোবা জ্ঞান করিয়া সে ব্যক্তিকে কহিলেক যে সয়দাগর বোবা ইহার কিছু অপরাধ নাই। পরে নালিষকর্ত্তা কহিলেক যে তুমি সয়দাগরকে কি প্রকারে বোবা জানিলা যখন আমি অশ্বীকে উহার নিকট বান্ধিতে চাহিয়াছিলাম তখন আমাকে নিষেধ করিয়াছিল যে তোমার অশ্বীকে আমার ঘোটকের নিকটে নিতান্ত রাখিও না এখন বোবা হইয়া কোন উত্তর করিতেছে না। কাজী ইহা শুনিয়া কহিলেক যদ্যপি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল তথাপি তুমি তাহার নিষেধ না শুনিয়া কেন তোমার অশ্বীকে উহার অশ্বের নিকটে বান্ধিয়াছিলা অত এব তুমি বড় দুষ্ট এবং মূর্খ যে হেতুক আপনি

কথা কহিয়া আপন বিষয়ের প্রমাণ দিলা। ইহাতে সয়দাগরের কোন অপরাধ নাই বৃথা কেন কলহ কর| |

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তোমার প্রিয়তমের নিকট যাও। পরে খোজেস্তা গমন করিতে চাহিলেন এই সময় কুককুট শব্দ করিলেক। প্রাতঃকাল উপস্থিত খোজেস্তার গমন হইল না| |

।। বিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক স্ত্রীলোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক ব্যাঘ্রের হস্তহইতে উদ্ধার পাইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল ও চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে বাহির্ হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে কহিলেক ও তোতা আমার অন্তঃকরণের নিগূঢ় কথা জ্ঞাত আছ অদ্য রাত্রিতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীঘ্র বিদায় কর এবং আর যে কিছু কথোপকথনাদি কহিতে হয় তাহা ত্বরিত কহ। তোতা কহিলেক যে শুন আমার কর্ত্রী পুনঃপুনঃ আমি বিবেচনা করিয়া জানিয়াছি যে তুমি সুবোধ বট অত এব আমার নীত বাক্য শুনাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাহি কিন্তু যদি তুমি কোন আপদগ্রস্ত হও তবে প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিও যেমত এক স্ত্রী ছলনার দ্বারা ব্যাঘ্র হস্তহইতে ত্রাণ পাইয়াছিল। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সেই ইতিহাস কি প্রকার তাহা বল। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

এক নগরে এক পুরুষ ছিল তাহার এক স্ত্রী মহতী দুশ্চরিত্রা অপ্রিয় ভাষিণী ছিল এক দিবস সেই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের অপরাধের কারণ তাহাকে করাঘাত করিয়াছিল। পরে সেই স্ত্রীলোক বিরক্তচিত্তা হইয়া আপনার দুই সন্তান সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে ২ এক বনমধ্যে পঁহুছিল ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভয় পাইয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেক যে আমি স্বামীর আজ্ঞা না শুনিয়া বাহির্ হইয়া আসিয়াছি বড় মন্দ কর্ম্ম যদি এই ব্যাঘ্রহইতে কোন আপদ্ আমাকে না ঘটে তবে পুনর্ব্বার বাটী যাইয়া স্বামীর আজ্ঞাকারিণী হইব। ইহা বিবেচনা করিয়া ছলের দ্বারা ব্যাঘ্রকে

কহিলেক ও ব্যাঘ্র আমার এক কথা শুন। ব্যাঘ্র ঐ স্ত্রীর সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিলেক যে কি কথা তাহা কহ। স্ত্রী কহিলেক যে এই গহনে আর এক বড় ব্যাঘ্র আছে সকল চতুষ্পদ জন্তুরা আর মনুষ্যেরা তাহাকে ভয় করে এবং রাজাও অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রত্যহ তিন জন চারি জন করিয়া মনুষ্য তাহার আহারের কারণ পাঠাইয়া দেন। অদ্য আমি আমার দুই সন্তান সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে ২ পথ ভুলিয়া বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিতা হইয়া আপদে পড়িয়াছি এখন কি হইবে তিন জনে পলাতেও পারি না কিন্তু যদ্যপি সে ব্যাঘ্র আমারদিগকে দেখে তবে রাজার প্রেরিত মনুষ্য বুজিয়া আমারদিগকে ভোজন করিবেক অত এব তোমাকে বলিতেছি যে তুমি আমার এই দুই বালককে ভক্ষণ কর। আমি একাকিনী পলান করি এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র উত্তর করিলেক যে তুমি আমাকে প্রত্যয় করিয়া সমস্ত কথা কহিলা কোন মতে পরামর্শ নহে যে আমি তোমাকে কিম্বা তোমার বালকেরদিগকে আহার করি এ বিশ্বাসঘাতির কর্ম্ম কেননা তোমরা বড় ব্যাঘ্রের আহার তোমারদিগকে যদ্যপি আমি ভোজন করি তবে আমার পলাইবার স্থান আর কোথাও নাহি যে আমি সেই স্থানে পলাইব। ব্যাঘ্র এই বাক্য কহিয়া আর একদিগে গমন করিল। তদনন্তর সেই নারী আপন নগরের পথে পথিক হইয়া আপন পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর আজ্ঞাকারিণী হইয়া রহিল| |

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আপনি গাত্রোৎথান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে যাও আর বিলম্ব করিও না। পরে খোজেস্তা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ইতিমধ্যে চরণায়ুধ শব্দ করিলেক প্রাতঃকাল হইল সে কারণ খোজেস্তার গমনের বাধ হইল| |

।। একবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এবং তাহার পুত্রেরা আর এক মণ্ডূক আর এক সর্প ইহারদের কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির্ হইল এই কালে খোজেস্তা বন্ধুর নিকটে গমনের অনুমতি চাহিবার নিমিত্ত তোতার নিকটে গেলেন এবং তোতাকে কহিলেন যে ও তোতা কখন সময় হইবে যে আমি আপন প্রিয়তমের সমীপে পঁহুছিব। ইচ্ছা করি যাই কিন্তু আপন অদৃষ্ট কি প্রকার ইহা না জানিয়া সহসা গমন করিতে পারি না। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আমার মনে এই হইতেছে যেন তোমার বন্ধুর সঙ্গে শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি প্রিয়তমের নিকট পঁহুছ তবে প্রীতের যে ২ প্রকার ধারা আছে তাহাই করিও যে মত খালিষ আর মোখালিষ রাজপুত্রের সহিত রহিয়া প্রীতের ধারা করিয়াছিল। খোজেস্তা তাহারদের সেই উপাখ্যান তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক| |

যে এক রাজার দুই পুত্র ছিল। যখন সেই রাজা এই সংসার হইতে প্রস্থান করিল তখন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ টুপি আর সিংহাসন লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরম্পরা শুনিয়া একাকী ঐ নগর হইতে বাহির্ হইয়া এক পুষ্করিণীর তটে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে এক ভূজঙ্গ এক মণ্ডূককে আহারার্থে ধরিয়াছে। মণ্ডূক প্রাণের ভয়েতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চেঁচাইতেছিল সেই কালে অতিবড় দয়ালু কনিষ্ঠ রাজপুত্র দর্শন করিয়া সর্পকে নিষেধ করিলেন যে তুমি এমত কর্ম্ম করিও

না। পরে ভূজঙ্গ মণ্ডূককে ত্যাগ করিল মণ্ডূক জলমধ্যে প্রবেশ করিলেক কিন্তু ভূজঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিল। তখন রাজপুত্র লজ্জিত হইলেন যে আমি সর্পের মুখের আহার ত্যাগ করাইলাম কিন্তু ভাল করিলাম না। ইহা বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস আপন শরীর হইতে ছেদন করিয়া সর্পাগ্রে ফেলিয়া দিলেন সর্প সেই স্বাদু মাংস দন্তে করিয়া সর্পীর নিকটে লইয়া গেল। পরে সেই ভূজঙ্গিনী সেই মাংস চাকিয়া সর্পকে কহিলেক যে হে নাথ এমত স্বাদু মাংস তুমি কোথা হইতে আনিলা। সর্প সেই সকল কথা বিশেষ করিয়া কহিলেক। সর্পী তাহা শুনিয়া কহিলেক যে ব্যক্তি তোমাকে এত দয়া করিয়াছে অবশ্য তোমার উচিত হয় যে তুমি সেই ব্যক্তির কিছু উপকার কর। তদনন্তর সর্প মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্রের সন্নিধানে যাইয়া কহিলেক ও রাজপুত্র আমার নাম খালিষ আমি বাঞ্ছা করি যে নিকটে থাকিয়া নিরন্তর তোমার সেবা করি। রাজপুত্র তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং মণ্ডূক সর্প মুখহইতে ত্রাণ পাইয়া মণ্ডূকীর নিকটে পঁহুছিয়া সমস্ত শরীরে সর্পদন্তাঘাত ক্ষত তাহা দিয়া রুধির পড়িতেছিল এই সকল ভেকীকে দেখাইলেন মণ্ডূকী তাহাই দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেক। মণ্ডূক যে রূপে রক্ষা পাইয়াছিল সেই সমস্ত কথা কহিলেক। পরে মণ্ডূকী তাহা শুনিয়া মণ্ডূককে কহিলেক যে তুমি যাহা হইতে ত্রাণ পাইয়াছ এখন তোমার এই উপযুক্ত হয় যে সেই পুরুষের সেবাতে হাজির থাক। তদনন্তর মণ্ডূক নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজকুমারের সন্নিধানে যাইয়া কহিলেক যে আমার নাম মোখালিষ আমি ইচ্ছা করি যে তোমার দাসেরদের ন্যায় হাজির থাকিয়া তোমার সেবা করি| |

রাজপুত্র তাহাকেও আপন নিকটে রাখিয়া আপনি তাহারদের দুইজনের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্য নগরের মধ্যে পঁহুছিলেন পরে সেই নগরের রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে কে তুমি কি ব্যবসা কর। রাজপুত্র কহিলেন যে আমি সীপাই অসুর তুল্য একশত মনুষ্যের সহিত আমি একাকী যুদ্ধ করিতে পারি কিন্তু প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা মাহিনা লইব যখন যে কর্ম্ম আজ্ঞা করিবেন তখন সেই কর্ম্ম পরিপূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে চাকর রাখিয়া প্রতিদিন এক হাজার টাকা মাহিনা নিরূপণ করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র প্রত্যহ হাজার তঙ্কা পাইয়া একশত মুদ্রা আপনার খরচ করিতেন আর দুইশত আপনার সঙ্গী দুই জনকে দিতেন ইহা ব্যতিরেক যে কিছু বাঁকি থাকিত তাহা দান করিতেন। এক দিবস রাজা মৎস্য স্বীকার করিতেছিলেন অকস্মাৎ রাজার অংগুলিহইতে অংগুরী সরোবরমধ্যে পড়িল বিস্তর তত্ব করিলেন কিন্তু অংগুরী পাইলেন না। তদনন্তর রাজা সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার অংগুরী সরোবরেতে পড়িয়াছে তাহা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দেহ। পরে রাজপুত্র আপন সঙ্গের সেই দুই জনকে এই কথা কহিলেন। তাহারা শুনিয়া কহিলেক যে এ কিছু বড় কর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া মোখালিষ মণ্ডূকের রূপ ধরিয়া পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া তৎক্ষণেতে অংগুরী জল মধ্যহইতে আনিয়া রাজপুত্রকে সমর্পণ করিলেক। রাজপুত্র সেই অংগুরী রাজার নিকটে লইয়া দিলেন। রাজা অংগুরী পাইয়া রাজপুত্রকে অনুগ্রহ অধিক করিতে লাগিলেন| |

কতক দিবস পরে রাজার কন্যাকে সর্পে দংশিল। চিকিৎসকেরা বহুবিধ মন্ত্র পড়িল ও ঔষধ প্রদান করিলেক কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না এ জন্যে রাজা সেই রাজপুত্রকে

কহিলেন যে আমার কন্যাকে ভূজঙ্গ দংশিয়াছে কেহ সুস্থা করিতে পারিলেক না এখন তুমি সুস্থা কর। রাজপুত্র ইহা শুনিয়া ভাবিত হইলেন যে এই কর্ম্ম আমার নহে। তখন খালিষ কহিলেক যে আমাকে সেই কন্যার নিকটে লইয়া যাও এবং কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে বসাও। তবে আমি তাহাকে ভাল করিব। রাজপুত্র রাজার নিকটে যাইয়া এই সকল নিবেদন করিলেন যে মহারাজ তোমার কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখুন তবে আমি ভাল করিতে পারি। ইহা শুনিয়া রাজা কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখিলেন। পরে খালিষ আসিয়া কন্যার যে স্থানে সর্প দংশিয়াছিল সেই স্থানে আপন মুখ দিয়া চুষিয়া সকল বিষ উঠাইয়া লইল। কন্যা তৎক্ষণে সুস্থ হইল। রাজা সেই কন্যাকে রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে আপন নায়েব করিলেন। পরে খালিষ আর মোখালিষ রাজপুত্রকে কহিলেন যে এখন আমরা বিদায় চাহি রাজপুত্র উত্তর করিলেন যে বিদায়ের এ কোন সময়। খালিষ কহিলেক তুমি যে সর্পকে আপন শরীরের মাংস দিয়াছিলা আমি সেই সর্প তাহারপর মোখালিষ কহিলেক যে আমি সেই মণ্ডুক যাহাকে তুমি সর্প মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলা এখন এই চাহি যে আমরা আপন ২ স্থানে যাই পরে রাজপুত্র সেই দুই জনকে বিদায় করিলেন।।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তার একারণ সে দিবস গমন হইল না।।

।। দ্বাবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাইয়া ভাবিতা হইয়া বসিলেন। তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন অদ্য রাত্রিতে ভাবিতা আছ। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্ব্বোধ ও পণ্ডিত কি মূর্খ তাহা বিবেচনা করিব যদি নির্ব্বোধ হন তবে তাহার সহিত বাস করিব না। কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয়। তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া তাহার বুদ্ধি বিবেচনা কর তিনি যদি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কন্যার কথা কি প্রকার তাহা কহ।।

তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে কাবল দেশে ধনবান্ এক সয়দাগর ছিলেন তাহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগরের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত কিন্তু সয়দাগর সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে উপযুক্ত বিদ্বান্ পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল। এই রব শুনিয়া এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রেতে অতিবিদ্বান্ ছিল তাহারা তিন জন কাবল নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যা বিদ্বান্ স্বামী চাহেন ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন

আসিয়াছি আমারদের বিদ্যার পরিচয় লউন এক জন জ্যোতিঃশাস্ত্রেতে পণ্ডিত যাহা হারায় যে স্থানে থাকে ও যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন। দ্বিতীয় জন শিল্প শাস্ত্রে বড় বিদ্বান্ এমন কাষ্ঠের অশ্ব নির্ম্মাণ করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহণ হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে সেই খানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পঁহুছিতে পারে তৃতীয় ব্যক্তি তীরান্দাজীতে অতি উপযুক্ত যাহাকে বাণ মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে তাহাতে তাহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম। ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুণ। সয়দাগর ঐ তিন ব্যক্তির গুণের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন পরে কন্যা উত্তর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া কল্য ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক যে ইহারদের মধ্যে এক জনকে গ্রহণ করিব।।

পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিল ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্ব্বতের মধ্যে লইয়া গেল। প্রাতঃকালে সয়দাগর কন্যাকে এত অন্বেষণ করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ও হে যুবা কহ আমার কন্যা কোথায় সেই পুরুষ মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্ব্বতে রাখিয়াছে সে পর্ব্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না। পরে সয়দাগর সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরেন্দাজককে আরোহণ করাইয়া সেই পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন পরে তীরেন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহণ করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া এক বাণেতে পরীকে নষ্ট করিয়া

কন্যাকে সয়দাগরের বাটীতে আনিলেক এবং সয়দাগরকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে অত এব আমি এ কন্যাকে পাইব শিল্পকারও বলিল যে আমার গঠিত অশ্বে আরোহণ হইয়া সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া কন্যাকে আনিল এ জন্যে আমি তোমার কন্যাকে পাইব। এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল।।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেন যে এই উপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিও যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে তাহাকে বুদ্ধিমান জানিবেন ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি আমাকে অগ্রে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে অর্শিবেক তোতা উত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি গণনা করিয়াছিল এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা কেন না পায়। তোতা কহিলেক যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিল তীরেন্দাজ মরণ ভয় না করিয়া অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া বহু ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে আনিয়াছিল এই হেতুক সেই পাইবেক।।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও। পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুককুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।।

।। ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে যাইয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা আমি তোমাকে জ্ঞানী আর সৎপরামর্শক জানি তুমি অদ্য আমাকে আমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র বিদায় কর। নতুবা যথার্থ কহ যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করি তোতা ইহা শুনিয়া বলিলেক যে নিত্য রাত্রিতে তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার কি প্রকার কপাল তাহা কিছু বুঝিতে পারি না। উচিত হয় যে তুমি অদ্য শীঘ্র আপন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কর। কিন্তু আমার এক পরামর্শ শুন তবে এ কার্য্যেতে তোমার কোন আপদ্ ঘটিবেক না বরঞ্চ তোমার লাভ হইবেক যেমন এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার উপর আসক্ত হইয়া তাহাকে স্বর্ণ সুদ্ধা পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণের কোন ক্ষতিও হয় নাই। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সে ব্রাহ্মণের কথা কি প্রকার তাহা আমাকে কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

সুরূপ ও জ্ঞানী এক ব্রাহ্মণ ছিল তিনি আপন নগর ও বাটী ত্যাগ করিয়া বাবলের রায়ের সহরে পঁহুছিয়া এক দিবস এক উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং বাবলের রায়ের কন্যাও সেই উদ্যানের পুষ্পের কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন অকস্মাৎ সেই কন্যার উপর ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এবং কন্যার দৃষ্টিও ব্রাহ্মণের উপর পড়িল ইহাতে দুই জন দুই জনকে

দেখিয়া পরস্পর অত্যন্ত আসক্ত হইলেন কিন্তু কন্যা আপন বাটীতে যাইয়া ক্ষিপ্তা ও ব্রাহ্মণ আপন স্থানে গিয়া পীড়িত হইলেন পরে ব্রাহ্মণ সেই কন্যা পাইবার নিমিত্তে এক চাটকের সেবা করিতে লাগিলেন চাটক ব্রাহ্মণের বহুকালের সেবা আর শুশ্রূষাতে তুষ্ট হইয়া এক দিবস সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে তুমি কি জন্যে আমার এত সেবা করিতেছ তোমার যাহা প্রয়োজন থাকে তাহা প্রার্থনা কর আমি তাহা দিব পরে ব্রাহ্মণ কন্যার কারণ যে প্রকার পীড়িত হইয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত কহিলেন। চাটক শুনিয়া বলিলেন যে আমি বুঝিয়াছিলাম যে তুমি ধন চাইবা তাহা না চাহিয়া মনুষ্যের সহিত মিলন করিতে চাহিলা এ আমার অতি সহজ কর্ম্ম ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মোহিনীর এক মণি ব্রাহ্মণকে দিয়া কহিলেন যে এই মণির প্রভাব যদি স্ত্রীলোকের মুখে রাখে তবে সকলে তাহাকে দেখিয়া পুরুষজ্ঞান করে যদি পুরুষের মুখের মধ্যে রাখে তবে তাহাকে লোকেরা নিরীক্ষণ করিয়া নারী জ্ঞান করে।।

পরে সে চাটক আপনি ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া মোহিনীর মণি সে ব্রাহ্মণের মুখেতে রাখিয়া নারীর ন্যায় করিয়া বাবলের রায়ের নিকট যাইয়া কহিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ আমার এক পুত্র ছিল অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া বিদেশে গিয়াছে এই স্ত্রী তাহার পত্নী ইহাকে কোথায় রাখিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে যাইব তাহা ভাবিতেছি যদি এই স্ত্রীকে কএক দিবস আপন আলয়েতে রাখেন তবে আমি পুত্রের অন্বেষণে যাই রায় অতিদয়ালু ইহা শুনিয়া স্বীকৃত হইয়া কিছু তঙ্কা দিয়া সে ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং ব্রাহ্মণীকে আপন কন্যার নিকট পাঠাইলেন। চাটক ব্রাহ্মণকে এই রূপ ছলেতে রায়ের কন্যার নিকট পাঠাইয়া রায় দত্তধন লইয়া

আপন স্থানে গেলেন রায়ের কন্যা সে ব্রাহ্মণীকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন এক দিবস ব্রাহ্মণী রায়ের কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন যে ও রায় কন্যা কি কারণ তোমার মুখ আর বর্ণ দিন ২ মলিন হইতেছে কন্যা প্রথমতঃ ইহা শুনিয়া আপন বিষয়ের কথা গোপনে রাখিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন কন্যা তোমার ধারাতে বুঝিতেছি যে তুমি কোন ব্যক্তির প্রীতে এমত শুষ্ক হইয়াছ কিন্তু তুমি কদাচ গোপন করিও না যদি তোমার গুপ্ত পীড়ার কথা কহ তবে তাহার ঔষধ করিয়া দি। ইহা শুনিয়া কন্যা কহিলেন যে আমি এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহার উপর আসক্ত হইয়াছিলাম একারণ আমার এমন দশা হইয়াছে ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন এখন যদি সে ব্রাহ্মণকে দেখ তবে চিনিয়া সুস্থা হইতে পার। কন্যা কহিলেন যে অবশ্য পারি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণী মুখহইতে মোহিনীর মণি বাহির্ করিলেন পরে যেমত পুরুষ ছিলেন সেই রূপ হইলেন তখন কন্যা তাহাকে চিনিয়া আপন ক্রোড়ে করিয়া হাস্য ও কৌতুক করিতে লাগিলেন কএক দিবসান্তে রায়ের কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন যে ছল আমরা দুই জন এখান হইতে অন্য দেশে যাইয়া বাস এবং মনোভিলাষ পূর্ণ করি।।

পরে দুই জন এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বাবলের রায়ের কন্যা বিস্তর ধন আর বহুমূল্য প্রস্তর আপন পিতার ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাহার প্রণয়েতে আপন বাটীহইতে বহির্ হইয়া এক রাত্রি এক দিবসেতে পিতার অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্য দেশেতে পঁহুছিলেন তাহারা একত্র বাস করিয়া আমোদ আহ্লাদে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এত ধন লইয়া গিয়াছিলেন যে দুই জনে যত কাল বাঁচিবেন এতকাল খরচ করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না। পরে রায় কন্যার কারণ ভাবিত হইয়া

বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কন্যার আর ব্রাহ্মণীর দেখা না পাইয়া বড় দুঃখান্বিত হইলেন।।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন আপন বন্ধুর স্থানে গমন কর তখন খোজেস্তা বন্ধুর নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন এমত সময়ে ঊষাকাল হইল ও চরণাযুধ রব করিতে আরম্ভ করিলেক এই হেতুক সে দিবস খোজেস্তার গমনের বাধ হইল।।

।। চতুরবিংশতি ইতিহাস ।।

।।বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির্ হইল খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া প্রথম তাহার বুদ্ধি বিবেচনা করি তিনি বুদ্ধিমান্ বটেন কি না। যদি বুদ্ধিমান্ দেখি তবে তাহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃখ পাইয়া থাকিব কেননা জ্ঞানিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিন প্রকার লোকের প্রণয়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি এ সকল প্রকৃত আজ্ঞা করিতেছ কিন্তু তোমার উচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাহাকে উত্তর জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি তোমার মনোনীত উত্তর দেন তবে তুমি তাহাকে জ্ঞানী জানিও নতুবা নির্ব্বোধ জানিও। পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহাকে আমি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব তাহা কহ।।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে বাবলের রায়ের তনয়া এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়রূপ অতি কৃষ্ণবর্ণ কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীণা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার উপর আসক্ত হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর যদি এই কন্যা আমাকে

বিবাহ করে তবে তোমার সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব। তাহার পর সে কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরণ করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে বেবাহ করিতে চাহি। ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন জাতির ধারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে রায়ের পুত্র সে কন্যার সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন। পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া সস্ত্রীক হইয়া এবং আপন সভাসত এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন। যখন সে দেবতার প্রাসাদের নিকট পঁহুছিলেন তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল করিয়াছিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে আমি আপন মস্তক বলি দিব কিন্তু কন্যা আমাকে বিবাহ করিয়াছে অত এব আমার মস্তক বলি দেওয়া উচিত।।

ইহা বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সে মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন। তারপর সভাসত সে ব্রাহ্মণ গৃহ মধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া বড় ভীত হইলেন যে সকলে কহিবেক এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে অত এব এখন পরামর্শ এই যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ আপন শিরঃছেদন করিয়া সে দেবতার চরণের নিকট পড়িলেন। মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামীর বাহির্ হওনের বিলম্ব দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন স্বামীর ও ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে এ কি

আপদ্ পথ মধ্যে আমার উপস্থিত হইল যে স্বামীর এমত দশা তবে আমার জীবনেতে আর ফল নাই আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া স্বামীর সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন এই সময়ে সে দেবতা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্মমস্তক ছেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক উহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর তবে উহারা জীবন পাইবেক কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্তা হইয়া স্বামীর মস্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড স্বামীর শরীরে সংযোগ করিলেন এবং সংযোগ হবামাত্র দুই জন প্রাণ পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাঁড়াইলেন। পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মণের মস্তকে মহা কলহ উপস্থিত হইল মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব শরীর কহে এ স্ত্রী আমার আমি পাইব।।

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও যে এ কন্যা কে পাইবেক তিনি যদি সুবোধ হন তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রথম আমাকে কহ যে সে কন্যা কে পাইবে তোতা কহিলেক যে ও কর্ত্রী তবে শুন মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রদান অত এব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক।।

যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক ও

প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল।।

।। পঞ্চবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক নারী শর্ক্করা কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া তাহার সহিত রতিকর্ম্ম করিয়াছিল।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেন যে ও তোতা অদ্য আমি বন্ধুর নিকট শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করি তুমি বিস্তর বিলম্ব করিও না শীঘ্র বিদায় কর অদ্য বন্ধুর নিকট গমন করিয়া যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিলন করি আর তিনি যদি আমার উপর ক্রোধ করিয়া কিছু কহেন তবে আমি লজ্জা পাইব এবং সে সময় তাহাকে সে কথার উত্তর কি করিব তোতা আমি ইহা সর্ব্বদা ভাবিতেছি। তোতা ইহা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি কিছু ভাবনা করিও না কেননা স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত বক্তৃ এবং অনেক প্রকার ওজর করিতে পারে আমি নারীরদের বিস্তর ওজর শুনিয়াছি এবং সে সব ওজর অতিপসন্দ করিয়াছি যদি তুমি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর তবে আমি সে কথা কহি। এক স্ত্রী ছলেতে উপপতি করিয়াছিল তাহার স্বামী কোন মতে জানিতে পারে নাই তাহার কথা বলি শুন। পরে খোজেস্তা তোতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে ও তোতা আমি অবশ্য এ কথা শুনিব সে কথা কি প্রকার তাহা তুমি কহ। তোতা ইহা শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

যে এক জন পুরুষ আপন স্ত্রীকে শর্ক্করা ক্রয় করিবার কারণ কিছু কড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়াছিল সে স্ত্রী বাজারেতে এক ময়রার দোকানে উপস্থিতা হইয়া এক সের শর্ক্করা ক্রয় করিয়া আপন চাদরের অঞ্চলে পুঁটুলি বান্ধিলেক পরে ময়রা সে স্ত্রীর

সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আপন মনের কথা তাহাকে অতি স্তবের দ্বারা কহিতে লাগিল এবং সে নারী শর্ক্করা বিক্রয়ের মিনতিতে ভুলিয়া সম্মত হইল পরে ময়রা সে নারীর চাদর চিনির পুঁটুলি সুদ্ধা আপন দোকানে রাখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপন বাটীর মধ্যে গেল সেই সময় ময়রার চাকর ঐ চাদরহইতে চিনি খুলিয়া লইয়া তাহাতে বালুকা বান্ধিয়া রাখিলেক যখন সে স্ত্রী বাটীর মধ্য হইতে বাহির্ হইয়া চাদর উঠাইয়া গাত্রে দিয়া স্বামীর নিকটে পঁহুছিল তখন স্বামী পুঁটুলি খুলিয়া বালুকা দেখিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ কেননা শর্ক্করা কিনিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা না আনিয়া আমার জন্যে বালুকা আনিয়াছ। সে স্ত্রী ভাবনা না করিয়া কহিলেক যে কালে বাটী হইতে বাহির্ হইলাম সেই কালে এক গো আমার সম্মুখে দৌড়িয়া আইল আমি পলাইতে চাইলাম কিন্তু কড়ি সুদ্ধা ভূমিতে পড়িয়াছিলাম সেই স্থানে অনেক লোক ছিল তাহারদের সাক্ষাতে কড়ি বাচিতে লজ্জা হইতে লাগিল একারণ সে ভূমির বালুকা তুলিয়া আনিয়াছি কড়ি সকল ঐ বালুকার মধ্যে থাকিবেক। স্বামী ইহা শুনিয়া বালুকাতে অন্বেষণ না করিয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়া এ অল্প বিষয় যদি কড়ি হারাইয়াছিল কেন এত ব্যামোহ পাইয়া বালুকা বান্ধিয়া আনিয়াছ। সে স্ত্রীলোক শীঘ্র এই কথা স্বামীকে কহিয়াছিল এই হেতু তাহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া পত্নীকে অনুকূল হইল।।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষণে তোমার প্রিয়তমের নিকট যাও যদি তিনি ক্রোধ করেন তবে শীঘ্র তুমিও ভাল উত্তর করিতে পারিবা। তোতার এই সব বাক্যেতে খোজেস্তা খাতিরজমা হইয়া চর্ম্ম পাদুকা পদে দিয়া গাত্রোৎথান

করিয়া গমন করিতে উদ্যত এই সময়ে কুককুট ডাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। ষড়বিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেণ নাই তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্য ২ স্ত্রীলোকেরদের হইতে মন্দ হয় অত এব এখন আমি পরপুরুষের নিকট না যাই আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী যাহা আজ্ঞা করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয় করি যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাছে রাজার ন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে রাজার কষ্টের কথা কি রূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক নগরে এক সয়দাগর তাহার প্রচূর ধন সামগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই ২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে সয়দাগরের নিকট আসিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন কিন্তু সয়দাগর এ কথাতে সম্মত হইলেন না। যখন কন্যা বিবাহ যোগ্য হইল তখন এক দিবস সয়দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী ছন্দ্রবদনা মৃগনয়না অতি কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুগ্ধ হয় কন্যা রাজ্ঞীর উপযুক্তা যদি মহারাজা অনুগ্রহ

করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয়। রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং ভট্ট প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইয়া মনে বিচার করিলেন যখন যে ব্যক্তির প্রাক্তন ভাল হয় তখন সে ব্যক্তির সকল উত্তম বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। ইহা বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা সয়দাগরের বাটী যাও যদি সয়দাগরের পুত্রী আমার উপযুক্তা দেখ তবে আমার নিকটে তৎক্ষণাৎ আনিও।।

তারপর পাত্রেরা সয়দাগরের গৃহে পঁহুছিয়া তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান হত হইল কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারি জন পরামর্শ করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজকর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না অত এব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক পাত্রেরা ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী নহে তাহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন এই নিমিত্তে আনিলাম না। রাজা পাত্রেরদের কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যে রূপ কহিলে সে রূপ যদি হয় তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে সয়দাগর মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ নগরের কোটালের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন এই কালে সে কন্যা আপনার রূপ লাবণ্য প্রকাশ করিয়া আপন অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়াছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর নিকটস্থ

লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা কে বটে তাহারা কহিলেক মহারাজ ফলানা সয়দাগরের কন্যা ইহাঁকে কোটালে বিবাহ করিয়াছে। রাজা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া সে পাত্রগণকে ডাকাইয়া কহিলেন যে তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া আমার নিকট কুরূপা কহিয়াছিলা ইহাতে তোমারদের বড় অপরাধ হইয়াছে। অনন্তর পাত্রেরা উত্তর করিলেক যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন একারণ মিথ্যা কহিয়াছিলাম।।

রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা বটে কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি। রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের দ্বারা লইবেন। রাজা উত্তর করিলেন যে আমি রাজা এমত কার্য্য আমার করা উচিত নহে কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দিয়া রাজধর্ম্ম নহে পরে রাজা সে স্ত্রীর কারণ ভাবিয়া ২ কএক দিবসের মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।।

তোতা এই উপখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক অত এব এক্ষণে তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষাৎ না কর তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে

কুককুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।।

।। সপ্তবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক শৌণ্ডিককে সেনাপতি কর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন শেষে তাহাহইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না তাহার কথা।।

যে কালীন দিবাকর পশ্চিমদিগে গমন করিল সে কালীন খোজেস্তা নেত্রজলে পরিপূর্ণিতা এবং সমূহ দুঃখিতচিত্তা হইয়া তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে এক জন আরবী ব্যক্তি এক ভাগ্যবানের নিকট যাইয়া কহিলেন যে আমি মক্কা যাইব। ইহা শুনিয়া সে ধনবান্ উত্তর করিলেক যে শুন আরব্বী যে জনের কিছু মুদ্রার সঙ্গতি নাই তাহার মক্কা যাওয়া উচিত নহে কেননা ঈশ্বর এমত গরিব লোককে কখন মক্কায় যাইতে দেন না। আরব্বী কহিলেক যে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে আমি তোমার স্থানে আসি নাই কেবল কিছু মুদ্রা যাঞ্চা করিতে আসিয়াছি। ও তোতা তদ্রূপ আমিও কিছু তোমার স্থানে উপন্যাস আর নীতি বাক্য শ্রবণ করিতে আসি নাই কেবল বিদায় চাহিতে আসিয়াছি। পরে তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী আমার কথায় তুমি চিত্তে ক্ষোভিতা হইও না কেননা পৃথিবীর মধ্যে তুমি বুদ্ধিমতী এ কারণ তোমাকে ইতিহাস শুনাই যে তোমার উপকার হইবেক কেননা জ্ঞানের কথা শুনাইলে জ্ঞানিরদের কার্য্যের উপকার হয়। পরে খোজেস্তা তোতাকে কহিলেন তবে এমত জ্ঞান বাক্য শুনাও যে তাহাতে শীঘ্র আমার কার্য্যের উপকার হয় অর্দ্যরাত্রে বড় অন্ধকার হইয়াছে এ নিমিত্তে একাকিনী যাইতে শঙ্কা করিতেছি ইচ্ছা করি আমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া যাই। তোতা উত্তর করিলেক যে দাসেরা বড় তুচ্ছ লোক তাহারদেরহইতে এ সব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবেক

কদাচ গোপন থাকিবেক না। অত এব দাসকে সঙ্গে লওয়া উচিত নহে কেননা বুদ্ধিমানেরা নীচ লোকেরদিগকে প্রত্যয় করেন না তাহার কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি উত্তম কর্ম্ম করিতে পারে না। যেমত এক শৌণ্ডিককে রাজা প্রত্যয় করিয়া কোন বড় কার্য্য করিতে ভার দিয়াছিলেন সে শৌণ্ডিক ভয় পাইয়া সে কার্য্য না করিয়া আপনার অক্ষমতা ও তুচ্ছত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তোতা সে কথা কি রূপ তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক দিবস এক শৌণ্ডিক মদিরা পানেতে মত্ত হইয়া কুজা আর বোতলের উপর পড়িয়া তাহার গাত্রে স্থানে ২ ক্ষত হইয়াছিল কিছু দিবসের পর সে সকল ক্ষত শুষ্ক হইয়া ভাল হইল কিন্তু সকল গাত্রে তলোয়ারের চোটের ন্যায় চিহ্ন থাকিল। অকস্মাৎ সেই শৌণ্ডিকের দেশেতে বড় দুর্ভক্ষ্য হইল একারণ শৌণ্ডিক চাকরির জন্যে বিদেশে গমন করিয়া এক নগরমধ্যে পঁহুছিয়া সে নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেক রাজা তাহার গাত্রেতে তলোয়ারের চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এ ব্যক্তি বড় বীর হইবেক কেননা অস্ত্রাদির চিহ্ন সকল গাত্রে আছে রাজা ইহা বিবেচনা করিয়া সে শৌণ্ডিককে চাকর রাখিয়া মর্য্যাদাবান করিলেন। কএক দিবসের পর রাজার অকস্মাৎ এক রিপু উপস্থিত হইল তখন রাজা সে শৌণ্ডিককে সকল সৈন্যের সেনাপতি কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত করিয়া আপন শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে পাঠাইতে চাহিলেন শৌণ্ডিক সমরের কথা শুনিয়া অতিভীত হইয়া রাজার অগ্রে নিবেদন করিলেক মহারাজ আমি জাতিতে শৌণ্ডিক আমাহইতে কখন যুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবেক না এবং আমিও যুদ্ধ জানি না রাজা ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে আমি কুককুরকে

সিংহের কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এ আমার বড় লজ্জার বিষয় ইহা ভাবিয়া আর এক জন উপযুক্ত মনুষ্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রেরণ করিলেন।।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী দাস সঙ্গে করিয়া যাইও না বরঞ্চ একাকিনী যাও। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া একাকিনী যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় কুককুট রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। অষ্টাবিংশতি ইতিহাস ।।

।।এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগাল বৎসকে আপন বৎসেরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা পুরুষের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রিয়তমের নিকট গমনের অনুমতি চাহিতে তোতার নিকটে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে পুরুষের বেশ দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেক ও কর্ত্রী অদ্য বড় অন্ধকার রজনী তুমি প্রিয়তমের নিকটে যাইবার কারণ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া একাকিনী আসিয়াছ কিন্তু ভৃত্য সঙ্গে আন নাই ভাল করিয়াছ অদ্য আমার পূর্ব্বের বন্ধু এক তোতা উড়িয়া যাইতেছিলেন আমাকে পিঞ্জরে দেখিয়া পিঞ্জরের নিকটে আসিয়াছিলেন তিনি বাক্যের প্রসঙ্গেতে এক ইতিহাস কহিলেন যে মত কল্য এক বাক্য আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ক্ষুদ্র সাহসী আর তুচ্ছ ব্যক্তিহইতে বড় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না সে রূপ এক বাক্য তাহার স্থানে শুনিলাম খোজেস্তা কহিলেন সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক বনে এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রী এই দুই ব্যক্তি দুই বৎসের সহিত থাকিত এক দিবস ব্যাঘ্র সে বনের পার্শে মৃগয়ার্থে বহু ভ্রমণ করিয়া কিছু না পাইয়া বহু শ্রমযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সে স্থানে আসিতেছিল ইতিমধ্যে এক শৃগাল বৎস সেই পথের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেক অদ্য এই বৎস আমি পাইয়াছি কিন্তু ইহাকে ভক্ষণ করিতে দয়া হয় বরঞ্চ দুই এক দিবস অনাহারে

থাকিব তথাচ এমন বৎসকে আহার করিতে পারিব না কিন্তু তুমি উপবাসী থাকিতে পারিবা না ইহাকে যদি ভক্ষণ কর তবে আমার গোচরে এই বৎসকে ভোজন করিও না। ব্যাঘ্রী ইহা শুনিয়া কহিলেক তুমি পুরুষ তোমারদের অন্তঃকরণ বড় কঠিন তাহাতে তোমার দয়া জন্মিল স্ত্রী জাতির অন্তঃকরণ বড় কোমল আমিও স্ত্রী কি প্রকারে এই বৎসকে আহার করিব যদি তুমি আজ্ঞা কর তবে এই বৎসকে পালন করি যে প্রকার উহার মাতা পালন করিত ব্যাঘ্র কহিল ভাল পরে ব্যাঘ্র আপন বৎসেরদের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। দুই তিন মাস পরে ব্যাঘ্রের দুই বৎস এবং শৃগাল বৎস এই তিন বৎস বড় হইল কিন্তু ব্যাঘ্র বৎসেরা ঐ শৃগাল বৎসকে আপনারদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া একত্র খেলা করিত এক দিবস সেই তিন বৎস মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক হস্তীকে দেখিয়া ব্যাঘ্রের দুই বৎস হস্তিরদিগে দৌড়াইল শৃগাল ক্ষুদ্র পশু হস্তীকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া এক তরুর গহ্বরে গোপন হইল যখন ব্যাঘ্র বৎসেরা দেখিলেক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলাইয়াছেন তখন তাহারা বাটীর দিগে গমন করিয়া এক দণ্ড পরে বাটী পঁহুছিয়া আপন মাতাকে আপনারদের সমস্ত কথা গোচর করিলেক। ব্যাঘ্রী শুনিয়া কহিলেক যে তোমরা ব্যাঘ্র বৎস সে শৃগাল পুত্র কি প্রকার তোমারদের ন্যায় সাহস করিয়া হস্তির সহিত যুদ্ধ করিবেক। ও পুত্রেরা শুন যে জন বড় তাহার বড় সাহস সে উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহে যে ক্ষুদ্র তাহার অল্প সাহস সে কদাচিৎ বড় কার্য্য করিতে পারে না এবং বৃহৎ ব্যাপার করিতেও উদ্যত হয় না।।

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাও। খোজেস্তা

গমন করিতে উদ্যত হইলেন এই কালীন কুককুট ডাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। ঊনত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির্ হইল তখন খোজেস্তা দুঃখান্বিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে প্রেমানলে আমার মনোদাহ হইতেছে অদ্য রাত্রিতে যে প্রকারে আমি বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাইতে পারি তাহা কর। তোতা খোজেস্তাকে বড় ব্যস্তা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেক ও কর্ত্রী শুন আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র তোমার বন্ধুর সন্নিধানে পঁহুছ এবং প্রত্যহ রজনীতে তোমাকে বিদায় দিই কিন্তু তুমি বিলম্ব করিয়া যাইতে পার না অদ্য আপন প্রিয়তমের নিকটে শীঘ্র প্রস্থান কর কিন্তু শত্রুকে তুমি প্রত্যয় করিও না যদি প্রত্যয় কর তবে যেমত সর্প হইতে এক প্রধান লোকের পুত্রের দশা হইয়াছিল সে প্রকার দশা তোমারও হইবেক। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক প্রধান লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন অকস্মাৎ এক সর্প যাইয়া সে বড় মনুষ্যের সন্তানের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিলেক ও বড় মনুষ্যের পুত্র আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট করিতে আমার পশ্চাৎ ২ আসিতেছে অত এব তুমি আশ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আমির পুত্র সে নাগকে অনুকূল হইয়া আপন জামার আস্তিনেতে স্থান দিলেন সর্পও সে আস্তিনমধ্যে গোপন হইল এক দণ্ড পরে এক ব্যক্তি

লাঠি লইয়া সে খানে পঁহুছিয়া সে উত্তম লোকের পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেক এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প আমার অগ্রে পলাইয়া আসিয়াছে তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কিনা আমির নন্দন কহিলেন আমি সর্প দেখি নাই। পরে সে ব্যক্তি সে স্থানের আশপাশ দৃষ্টি করিয়া সর্পের অন্বেষণ না পাইয়া বাহুড়িয়া বাটী গেল তৎপরে আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প তোমার বৈরি বাটীগমন করিয়াছে তুমি এখন বাহির্ হও। ভূজঙ্গ ইহা শুনিয়া কহিলেক ও আমির পুত্র প্রথম তোমাকে দন্তাঘাতে নষ্ট করিব তবে আমি বাহির্ হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি তুমি আমাকে নষ্ট করিবা এ কোনমতে ভাল নহে। সর্প উত্তর করিলেক তুমি বড় মূর্খ ও নির্ব্বোধ ইহা জান না আমি সর্প খল জাতি যখন তুমি আমাকে স্থান দিয়াছ তখন আপনার মন্দ করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যাহারদের উপকার বোধ নাই তাহারদের উপকার করা অতি অকর্ত্তব্য এবং অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম।।

আমির পুত্র ইহা শ্রবণ করিয়া মনে ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কিপ্রকার ইহার হস্তহইতে রক্ষা পাই। পরে আমির পুত্র সর্পকে চাতুরির দ্বারা কহিলেন ও সর্প শুন আর এক সর্প আসিতেছে তুমি বাহির্ হইয়া আমার সঙ্গে আইস তাহাকে এই সব কথা দুই জনে জ্ঞাত করাই সে তোমার জাতি কিন্তু সে যদি বলে যে ইহাকে দংশন করা উচিত হয় তবে তোমার স্বেচ্ছা যাহা হয় তৎক্ষণাৎ তুমি তাহা করিও। সর্প ইহা শুনিয়া জামার আস্তিনহইতে মুখ বাহির্ করিয়া অন্য ভূজঙ্গকে দেখিতে লাগিল ইত্যবসরে আমিরের পুত্র এক বড় প্রস্তর হস্তে লইয়া ঐ দুষ্ট সর্পের

মস্তকে সে প্রস্তরাঘাত করিলেন সে প্রস্তরাঘাতে সর্প প্রাণ ত্যাগ করিল এবং আমির নন্দন রক্ষা পাইলেন।।

খোজেস্তা এই ইতিহাস শুনিয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা তোমার নীতি বাক্য আমি গ্রাহ্য করিলাম এখন তুমিও আমার এক বাক্য গ্রহণ কর। তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি যাহা আজ্ঞা করিবা তাহা করিব। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তুমি তুষ্ট হইয়া প্রিয়তমের নিকটে আমাকে শীঘ্র বিদায় দেও। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি উঠ আর বিলম্ব করিও না আমার এই ইচ্ছা যে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র পঁহুছ। পরে খোজেস্তা উঠিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন এই সময় কুককুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক সিপাই আর এক স্বর্ণকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাকাল হইল তখন খোজেস্তা অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস এবং নানা জাতীয় উত্তম ২ ফলাদি ভোজন করিয়া গাত্র এবং চিকুর পরিষ্কার করিয়া নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া এবং নয়নে কজ্জল প্রদান করিয়া অতি উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং নানাপ্রকার রত্নাভরণেতে ভূষিতা হইয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে গমনের বিদায় লইতে তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও আমার মনোজ্ঞ আমাকে অনুমতি দেহ তবে আমি সখা সমীপে যাই এবং তাহার সহিত মিলন করি। তোতা ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী এ অতিভাল কথা তুমি শীঘ্র গমন কর কিন্তু আমার এই কথা মনে রাখিবেন আপনার গুপ্ত কথা কাহাকেও কহিবেন না যদি কহেন তবে যেমত স্বর্ণকার আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া মরিল তেমত তোমারেও ঘটিবে। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা স্বর্ণকার কিরূপ মরিল তাহার বৃত্তান্ত কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক সিপাই এক ধনবান্ স্বর্ণকারের সহিত বন্ধুতা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার যথেষ্ট ভরসা রাখিত এবং যথেষ্ট প্রত্যয় করিত আপন কোন বিষয়ের কথা কাহাকে গোপন করিত না। এক দিবস সিপাই নগর ভ্রমণ করিতে যাইতেছিল অকস্মাৎ পথমধ্যে দেখিলেক যে একটা থলি পড়িয়া রহিয়াছে সিপাই সে থলি হস্তে

করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দেখিলেক যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে পরে তাহা দেখিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া থলি হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত স্বর্ণমুদ্রা গণন করিয়া পুনর্ব্বার সে থলির মধ্যে রাখিয়া থলি বদ্ধ করিলেক পরে সে থলি সুদ্ধা আপনার বন্ধু স্বর্ণকারের নিকট গমন করিয়া কহিলেক ও বন্ধু এখন আমার প্রাক্তন ভাল হইয়াছে বিনা শ্রমেতে এত স্বর্ণমুদ্রা পথমধ্যে পড়িয়া পাইলাম কিন্তু আমার স্থানাভাব অত এব তোমার গৃহমধ্যে রাখ এই কথা বলিয়া সিপাই স্বর্ণমুদ্রা সুদ্ধা সে থলি স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত করিলেক।।

কএক দিবসের পর সিপাই স্বর্ণকারের স্থানে সে স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেক। স্বর্ণকার স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া তাহাকে কহিলেক ও সিপাই এতকাল তোমাকে বন্ধুজ্ঞান করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তুমি আমার শত্রু কেননা আমাকে ধনবান্ দেখিয়াছ এই হেতু মিথ্যা স্বর্ণমুদ্রার দাওয়া আমার উপর করিতেছ তুমি কোন কালে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলা এ বড় মন্দ কথা যে আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রা চাহ যদি কোন ব্যক্তি শুনে তবে সত্য কহিবেক। সিপাই ইহা শুনিয়া অনুপায় হইয়া কাজীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেক পরে কাজী সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সিপাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও সিপাই তোমার কেহ সাক্ষী আছে সিপাই বলিলেক আমার যদি সাক্ষী থাকিত তবে সে কখন মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না। পরে কাজী মনে বিচার করিলেন স্বর্ণকার জাতি বড় বিশ্বাসঘাতক ও অধার্ম্মিক এবং চোর এ সিপায়ের স্থাপিত ধন স্বর্ণকার অবশ্য হরণ করিয়া থাকিবেক স্বর্ণকারের এ ক্রিয়া বড় আশ্চর্য নহে।।

কাজী এই বিবেচনা করিয়া সেই স্বর্ণকার আর তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও একান্ত মানিলেক না যে সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা জানি। কাজী স্বর্ণকারকে কহিলেন ও স্বর্ণকার আমি বিলক্ষণ জানিতেছি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়াছ কেন কবুল কর না শুন যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা না দেও তবে কল্য প্রাতে তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই কথা কহিয়া কাজী আপন বাটীর মধ্যে গিয়া এক সিন্ধুকের মধ্যে দুই জন মনুষ্য বসাইয়া সিন্ধুকের মুখ বদ্ধ করিয়া এক কুঠরির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার সে স্বর্ণকারকে কহিলেক ও স্বর্ণকার যদি এখনও সিপায়ের মুদ্রা দেহ তবে ভাল হয় কিন্তু অদ্য যদি না দেহ তবে তোমারদের দুই জনকে কল্য নষ্ট করিব। ইহা বলিয়া সে স্বর্ণকার ও তাহার স্ত্রী এই দুই জনকে যে গৃহে সিন্ধুক রাখিয়াছিলেন সে গৃহে তাহারদের আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন দূতেরাও তাহারদের দুইজনকে সে গৃহে আটক করিলেক পরে অর্দ্ধরাত্রের সময় স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বর্ণকারকে কহিলেক ও নাথ যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়া থাক তবে তাহা আমাকে বল এবং কোথায় রাখিয়াছ তাহাও কহ। স্বর্ণকার কহিলেক আমি স্বর্ণমুদ্রা লইয়াছি সত্য বটে এবং ফলানা স্থানে ভূমির মধ্যে রাখিয়াছি। এই কথোপকথনের পর যখন রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয় হইল তখন কাজী বিচার করিতে বসিয়া স্বর্ণকার আর স্বর্ণকারের স্ত্রীকে আপন সাক্ষাতে ডাকাইলেন তাহারপর সিন্ধুক আনাইয়া তাহাহইতে সে দুই জনকে বাহির্ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার রাত্রিতে আপন পত্নীকে কি কহিয়াছিল তাহা কহ। তারপর সে দুইজন যে কিছু কথোপকথন শুনিয়াছিল সে সকল কাজীকে কহিলেক কাজী আপন লোক স্বর্ণকারের বাটীতে পাঠাইয়া যে স্থানে সে থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা পোঁতা ছিল সে

স্থানহইতে থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা আনাইয়া সিপাইকে দিয়া স্বর্ণকারকে শূলিতে বসাইয়া নষ্ট করিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী যদি স্বর্ণকার এ কথা আপন স্ত্রীকে না কহিত তবে প্রকাশ হইত না এবং স্বর্ণকারও মরিত না। এই কারণ তোমাকে নিবেদন করিলাম যে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিও না এখন তুমি আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন কর। তখন খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন এই সময় কুককুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। একত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অত এব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ। তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক সহরে এক ধনবান্ সয়দাগর ছিল কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না একারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচূর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই ধন কে ভোগ করিবেক অত এব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রার স্থানে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক ইহা ভাবিয়া কিছু রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিবা আমিও সে যষ্ট্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ণ হইবেক সে কালে তুমি

আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ণ লইবা তাহারপর যেমত আমার অবয়ব সেরূপ হইবেক।।

দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতেছিল এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁহুছিল পরে সয়দাগর গাত্রোৎথান করিয়া কএক বার তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সে যষ্ট্যাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল। নাপিত দেখিলেক একারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না। নাপিত ইহা দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে যষ্ট্যাঘাত করিলে স্বর্ণ পায়। নাপিত ইহা ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শরীরেতে এমত এক যষ্ট্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ট্যাঘাত হইবামাত্র চিচকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সে শব্দ শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সে দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্যে বিপ্রেরদিগকে যষ্ট্যাঘাত করিয়াছ নাপিত উত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম সে সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল পরে সয়দাগর সে ব্রাহ্মণকে কএকবার যষ্ট্যাঘাত করিলেক তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণ ত্যাগ হইল এবং তাহার শরীর স্বর্ণ হইল ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে বড় যষ্ট্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ণ পাইব ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ণ হইল না কেবল কলহ উপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি

কথা কহিতেছে সয়দাগর উত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিচারকর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন।।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুণ। পরে খোজেস্তা গাত্রোৎথান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। দ্বাত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক মণ্ডূক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া বিদায় চাহিলেন। তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি হৃষ্টা থাক কিছু সন্দেহ করিও না আমি চেষ্টা করিয়া তোমাকে তোমার প্রিয়তমের সহিত অবশ্য মিলন করাইব। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আর আমি একচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি তথাচ কর্ম্ম সফল হইল না আমার এমত মন্দ কপাল হইয়াছে যে তাহা কহিয়া সীমা করিতে পারি না। তোতা ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি কদাচ ভাবিও না এ সহজ ব্যাপার যে সকল কর্ম্ম অতি কঠিন তাহাও অনেকে একত্র হইলে শীঘ্র সম্পন্ন হয় যেমত এক মণ্ডূক আর এক ভ্রমর এবং এক পক্ষী ইহারা ঐক্য হইয়া এক বৃহৎ হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক নগরের মধ্যে এক বৃক্ষ তাহার শাখ্য ছত্রের ন্যায় তাহার উপর এক ক্ষুদ্র পক্ষী অণ্ড রাখিয়াছিল। তারপর এক দিবস এক হস্তী সে স্থানে গমন করিয়া সে বৃক্ষেতে আপন গাত্র ঘর্ষণ করিতে ২ শরীরের চেসেতে বৃক্ষ লড়িয়া সে সকল অণ্ড ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইল পরে সে ক্ষুদ্র পক্ষী মনোদুঃখেতে দুঃখিত হইয়া সে তরুর শাখাতে শরীর আছাড়িয়া সর্ব্বদা রোদন করিত কিন্তু এক দিবস সে ক্ষুদ্র পক্ষী মনে বিবেচনা করিলেক আমি মসার তুল্য হস্তির কি

করিব পরে সে পক্ষী হস্তীকে অভিশাপ দিয়া মনে বিবেচনা করিলেক যে এই হস্তী আমার বড় শত্রু কোন ছল করিয়া ইহাকে দূর করিব কিন্তু ইহাকে দূর করা আমার সাধ্য নহে আমার এক দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী বন্ধু আছে তাহার নিকট গমন করি ইহা স্থির করিয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্তের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া কহিলেক ও বন্ধু এক হস্তী আমার দুঃখদায়ক হইয়াছে অত এব আমার এই দুঃসময় উপস্থিত তুমি আমার বন্ধু যদি তুমি কোন উপায় না কর তবে তোমার সহিত আমার কি প্রীতি বন্ধুতা করা কিছু পরকালের কারণ নহে কিন্তু বন্ধু তাহাকে বলি যে দুঃসময়ে উপকার করে। ইহা শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী উত্তর করিলেক এ বড় বিষম কর্ম্ম আমি একাকী হস্তীকে দূর করিতে কখন পারি না আমার এক বন্ধু ভ্রমর আছেন তিনি অতিসুবোধ এবং বিবেচক চল আমরা তাহার সহিত পরামর্শ করি। ইহা কহিয়া সে দুই পক্ষী ভ্রমরের নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেক। ভ্রমর ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিলেক এ কর্ম্ম আমার সাধ্য নহে চল আমার এক বন্ধু মণ্ডূক আছেন আমরা সকলে তাহার সমীপে যাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় তাহা করিব।।

পরে তিন প্রাণী মণ্ডূকের নিকট পঁহুছিয়া তাহাকে ঐ সকল কথা জানাইল। ডিম্ব ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া মণ্ডূক বিস্তর খেদ করিয়া কহিলেক তুমি কিছু ভাবনা করিও না নিরুদ্বেগে থাক অনেকে পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অতি উচ্চ পর্ব্বতকেও নীচ করিতে পারে। তাহার পর মণ্ডূক হস্তীকে সে স্থান ত্যাগ করাইবার কারণ মনোমধ্যে বিবেচনা স্থির করিয়া ভ্রমরকে কহিলেক যে তুমি হস্তির নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণে মধুর শব্দ কর যেন তাহা শুনিয়া সে মত্ত হয় তদনন্তর এই দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী আপন ঠোঁটের দ্বারা তাহার

দুই লোচন উতপাটন করিলে হস্তী পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবেক এই প্রকার কিছু কাল ভ্রমণ করিলে হস্তী বড় ক্ষুধিত ও তৃষিত হইবেক যখন এই প্রকার হইবেক তখন তাহার অগ্রে আমি শব্দ করিতে ২ যাইব হস্তী আমার শব্দ শুনিয়া মনে বিবেচনা করিবেক যে মণ্ডূক জল বিনা থাকে না ইহা ভাবিয়া আমার পশ্চাৎ ২ যাইবেক আমি তাহাকে এমত স্থানে ক্ষেপণ করিব যে সে স্থান হইতে কখন উঠিতে পারিবেক না এবং তাহার শব্দ কেহ শুনিতে পাইবেক না সে অনাহার থাকিয়া মরিবেক। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তিন ব্যক্তি হস্তীকে ছলের দ্বারা নষ্ট করিয়াছিল।।

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী ক্ষুদ্রজন্তুরা একযুক্তি হইয়া হস্তির প্রাণ লইয়াছিল। যদি তুমি আমি পরামর্শ করি তবে তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারিবেক কিন্তু এখন তুমি শীঘ্র বন্ধুর নিকট যাও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় ঊষাকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।।

।। ত্রয়ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।ফগফুর চিন নামে এক রাজা স্বপ্নেতে রুমের রাজ্ঞীর উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা ভাবনাযুক্তা হইয়া তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও তোতা আমি পূর্ব্বে এ কথা তোমাকে শুনাইয়াছি কিন্তু এখনও কহি তুমি শুন এক জন পুরুষ জ্ঞানিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে প্রীতি কি বটে তাহারা উত্তর দিলেক প্রীতি জীবন মৃত্যুর স্বরূপ দেখ যে লোক প্রেম করে সে জীবনে মৃত্যুর ন্যায় হয় এবং নির্লজ্জও হয় প্রীতের এই ফল একারণ আমি আর প্রীতি করিতে চাহি না। তোতা উত্তর দিলেক ও কর্ত্রী শুন কথাতে আর করাতে অনেক দূর যাহারা প্রীতি করে তাহারা কখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না এবং বন্ধু ব্যতিরেক কদাচ বাঁচিতে পারে না যদি স্ত্রী পুরুষ বিনা থাকিতে পারিত তবে রুমের রাণী বহুকাল পুরুষের সহিত আলাপ ও বিবাহ না করিয়া শেষে কেন বিবাহ করিলেন যদি তিনি ইহাতে তুষ্টা হইতেন তবে কখন বিবাহ করিতেন না। তুমি একান্ত রহিতে পারিবা না। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন রাণীর উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

ও কর্ত্রী শুন ফগফুর চিন রাজার এক পাত্র তিনি বড় জ্ঞানী এক দিবস রাজা নিদ্রাবস্থাতে রুমের রাণীকে স্বপ্নে দেখিতেছিলেন এই সময় সে পাত্র দেশের কোন প্রয়োজনের পরামর্শের কারণ রাজাকে জাগাইলেন। ফগফুর রাজা জাগ্রত হইয়া খগ্র হস্ত হইয়া সে পাত্রকে ছেদন করিতে উদ্যত হইবামাত্র সে স্থান হইতে পাত্র

পলাইয়া অন্য লোকের বাটীতে গেলেন। রাজা ফগফুর চিন ক্রোধেতে হস্ত ভূমে আঘাত করিয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া আপন জামা চিরিয়া চিচকার শব্দ করিলেন সে শব্দ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা রাজাকে জিজ্ঞাসিলেক ও মহারাজ তোমার কি হইয়াছে তুমি কি কারণ এমত শব্দ করিতেছ রাজা কিছু স্থির হইয়া উত্তর করিলেন আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমার হস্তচুম্বন করিতেছিল আমিও তাহার পাদানত হইতেছিলাম এমত সুরূপা নারী আমি কখন দেখি নাই সে সময় পাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ করাইলেক তারপর আমি আর সে কন্যাকে দেখিতে পাইলাম না একারণ আমি সর্ব্বদা সে স্ত্রীকে মনে করিতেছি এই কথা শুনিয়া ফগফুর চিনের দ্বিতীয় পাত্র বড় চিত্রকর রাজার প্রমুখাৎ যেমত শুনিলেক তদ্রূপ এক পট চিত্র করিয়া প্রধান পথে রাখিয়া আপনি সে স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া যে ২ বিদেশী ব্যক্তিরা আসিত তিনি তাহারদিগকে সে পট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে তোমার এমত নারী কোন স্থানে দেখিয়া থাক কিম্বা শুনিয়া থাক তাহা কহ। এইরূপ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ২ কিছু কালের পর এক জন বহুদেশদর্শী সে পাত্রের নিকট আইল পাত্র তাহাকে দেখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও বহুদেশদর্শী তুমি এই প্রকার স্ত্রীলোক কোন স্থানে দেখিয়াছ সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র এই আকার কন্যা আমি দেখিয়াছি ইনি রুম দেশের রাণী অথচ অবিবাহিতা। পাত্র ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক রাণী কেন বিবাহ করেণ নাই ইহার কিছু বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত আছ সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র তাহার কারণ আমি সকল জ্ঞাত আছি তোমাকেও কহি তুমি শুন।।

এক দিবস রুমের রাণী আপন অট্টালিকার উপর বসিয়াছিলেন সে অট্টালিকার নীচে এক উদ্যান ছিল তন্মধ্যে এক বৃক্ষোপরে ময়ূর অণ্ড রাখিয়াছিল অকস্মাৎ ঐ উদ্যানে অগ্নি লাগিয়া সকল তরু দগ্ধ হইয়া যখন সে বৃক্ষের নিকটে অগ্নি পঁহুছিল তখন ময়ূর অগ্নির উত্তাপ সহিতে না পারিয়া আপন স্ত্রী ও ডিম্ব ত্যাগ করিয়া কোন প্রকারে উদ্যানের বাহির্ হইল ময়ূরী ডিম্বের মায়াতে স্থান ত্যাগ করিতে না পারিয়া সে অগ্নিতে দগ্ধ হইল। রাজ্ঞী ইহাই দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে পুরুষ বড় বিশ্বাসঘাতক ও নির্দ্দয় অত এব আমি নিয়ম করিলাম আর কখন পুরুষের নাম শ্রবণ করিব না। এই প্রকার বহুকাল গত হইল তথাপি রাজ্ঞী আর পুরুষের নাম করেন না। পাত্র এই কথা শুনিয়া ফগফুর চিনের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কর যোড় করিয়া কহিলেক ও মহারাজ যে স্ত্রীর অবয়ব স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন আমি তাহার মূর্ত্তি এক পটে চিত্র করিয়া প্রত্যহ পথমধ্যে রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম যে সকল মনুষ্য অন্য দেশহইতে আসিত আমি তাহারদিগকে এই মূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু পূর্ব্ব দিবসাবধি কেহ কিছু কহিতে পারে নাই অদ্য এক জন বিস্তর দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার নিকটে পঁহুছিল আমি তাহাকে ঐ পট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এ পটের বৃত্তান্ত কহিতে পার তাহাতে সে ব্যক্তি কহিলেক আমি কহিতে পারি এই চিত্রপটে রুমের রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি লেখা আছে। ফগফুর চিন ইহা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র অদ্য কোন লোক রুম দেশে প্রেরণ কর কেননা আমি সে রাণীকে চাহি। পাত্র কহিলেক ও মহারাজ শুন রাণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কখন পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন না। ফগফুর চিন পুনর্ব্বার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাণী কি হেতু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পাত্র যে প্রকার বহু দেশদর্শির প্রমুখাৎ ময়ূরীর

কথা শুনিয়াছিল তাহা বিস্তারিত করিয়া রাজাকে কহিল। পরে ফগফুর চিন বলিলেন তবে আমি কি করিব পাত্র কহিলেক যদ্যপি আপনি আজ্ঞা কর তবে আমি রুমদেশে যাইয়া তোমার প্রতিমূর্ত্তির পট তাহাকে দেখাই এবং আপনি যে রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাও কহি এবং যে প্রকারে রাণী তোমার উপর আসক্তা হন তাহাও কহি। ফগফুর চিন ভাল বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিলেন।।

কিছু কালের পর পাত্র রুম দেশে পঁহুছিয়া আপনি চিত্র করিতে জানেন এই কথা কোন লোকের দ্বারা সে সহরে ঘোষণা করাইলেন। দুই এক দিনের পর রাণী শুনিয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র এই সহরে এক উত্তম চিত্রকর আসিয়াছে অত এব তুমি তাহাতে শীঘ্র আমার নিকটে আনহ। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া লোক দ্বারা চিত্রকরকে আনাইয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যে ২ প্রকার চিত্র করিতে জান সে সকল চিত্র রাণীর অট্টালিকার মধ্যে কর। পরে চিত্রকর অট্টালিকার মধ্যে ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি আর ২ জন্তুরদের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিলেক। রাণী ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর এই প্রতিমূর্ত্তি কোন ব্যক্তির চিত্রকর কহিলেক এই প্রতিমূর্ত্তি ফগফুর চিনের এবং তাহার গৃহে যে হরিণ হরিণী আছে তাহারদেরও প্রতিমূর্ত্তি আমি লিখিয়াছি কিন্তু ফগফুর চিন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন না। রাণী ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর তাহার কারণ কি। তাহা কহ চিত্রকর ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক। এক দিবস ফগফুর চিন অট্টালিকার উপর বসিয়াছিলেন সে অট্টালিকার নীচে এক হরিণী প্রসব হইয়াছিল অকস্মাৎ সে স্থানে নদী হইতে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল হরিণী সে

জলের বেধ ধারণ করিতে না পারিয়া বৎসকে ত্যাগ করিয়া পলাইল কিন্তু হরিণ মমতা প্রযুক্ত বৎসের নিকট থাকিয়া বৎসের সহিত ডুবিয়া মরিল। রাজা সে হরিণীকে মমতাহীনা দেখিয়া সে অবধি স্ত্রীলোকের নাম করেন না।।

রাণী ইহা শুনিয়া ফগফুর চিনের কথা আর আপনার কথা ঐক্য করিয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যেমত রাজার কথা আমাকে কহিলে সে সত্য বটে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি পুরুষকে নির্ম্মায়িক দেখিয়া পুরুষের নাম লওয়া ত্যাগ করিয়াছি রাজাও হরিণীকে নির্দ্দয়া দেখিয়া স্ত্রীলোকের নাম করেন না অত এব যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ হয় তবে বড় উত্তম হয়। পরে রাণী ফগফুর চিনের নিকট বিবাহের বার্ত্তা ভট্টের দ্বারা প্রেরণ করিলেন যে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহি তিনি সম্মত হইয়া আমাকে শীঘ্র বিবাহ করুণ।।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি বলিতেছ বটে আমি প্রীতি ত্যাগ করি কিন্তু পারিবা না কেননা এমত সকল বাক্যের যদি দ্রাঢ্য থাকিত তবে কদাচিত রুমের রাণী ফগফুর চিনকে বিবাহ করিতেন না ও কর্ত্রী উঠ শীঘ্র আপন প্রিয়তমের সমীপে যাও। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। চতুস্ত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন। আবদুল আজীজ বলিয়া এক রাজা ছিলেন তিনি আপন বয়ঃক্রমের মধ্যে দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না একারণ সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তুমি কেন নিদ্রা যাও না। মহারাজা আবদুল আজীজ কহিলেন যদি রাত্রে শয়ন করি তবে পূজা অর্চ্চনা হয় না এবং যদি দিবাতে শয়ন করি তবে প্রজা নষ্ট হয় এজন্যে নিদ্রার সময় নিরূপণ করিতে পারি না। ইহাই কহিয়া খোজেস্তা কহিলেন ও তোতা আমি এই ভয় করিতেছি যদি প্রিয়তমের আজ্ঞাকারিণী থাকি তবে স্বামী ত্যাগ করিবেন যদি স্বামীর বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন দুই জনের মন রাখা বড় ভার অত এব বিবেচনা করিয়াছি যে ইহারদের প্রতি মন না রাখিয়া পরমেশ্বরকে ভাবিতে বাঞ্ছা করি। তোতা ইহাই শুনিয়া উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী পরমেশ্বরকে ধ্যান করা সকলহইতে উত্তম বটে কিন্তু যে কালের যে কর্ম্ম সেই কালে তাহা করিলে ভাল হয় অত এব এক্ষণে তোমার ঈশ্বরকে ভাবিবার সময় নহে কেননা যেমত এক গর্দ্দভ আহ্লাদে গীত গাইয়া শেষে বন্ধনপ্রাপ্ত হইল পাছে সেই রূপ তোমার হয়। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই খর কি প্রকার বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগেতে অত্যন্ত প্রণয় ছিল একারণ সর্ব্বদা একত্র ভ্রমণ করিত ও এক স্থানে থাকিত কতক দিবসের পর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে এক রাত্রিতে খর ও হরিণ এই দুই পশু আহারার্থে এক উদ্যানের মধ্যে গমন করিয়া গর্দ্দভ আহ্লাদিত হইয়া হরিণকে কহিলেক ও হে হরিণ এ বড় স্তসময় কেননা পুষ্প সকল বিকশিত হইয়াছে এবং মন্দ ২ সমীরণ বহিতেছে তাহাতে কস্তুরীর সৌরভ আসিয়া দিক্ সকল আমোদিত করিতেছে এখন গান করাতে মনের বড় তুষ্টি হয় এই হেতু আমি গীত গাইতে চাহি। হরিণ ইহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া গর্দ্দভকে কহিলেক ও হে গর্দ্দভ তুমি গীতির কি জানহ তোমার গান শুনিয়া কেবল রজক ভাল বলিবেক আর কোন ব্যক্তিরা তোমার গান শুনিয়া হাস্য করিবেক অত এব তোমার গীতেতে কোন প্রয়োজন নাহি তুমি আমি চোরের ন্যায় এই উদ্যানে আসিয়াছি যদি তুমি আপন গুণ প্রকাশ কর তবে উদ্যান রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া তোমাকে এবং আমাকে কএদ করিবেক। যেমত চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন করিয়া এক গৃহের কোণে এক বোতল সুরা পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া সেই বোতল সম্মুখে রাখিয়া পরামর্শ করিলেক যে আইস সকলে প্রথম সুরাপান করি তাহার পর চুরি করিব। ইহাই স্থির করিয়া চোরেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল বাটীর কর্ত্তা ইহাই শুনিয়া জাগ্রত হইয়া আপন ভৃত্যেরদিগকে জাগাইয়া সেই চোরেরদিগকে ধরিয়া বন্ধন করিলেক। এই কথা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিলেক ও হরিণ শুন আমি নগরে থাকি তুমি বনে থাক অত এব গীত কি বস্তু তাহা তুমি জ্ঞাত নহ। আমি তোমার বারণ একান্ত শুনিব না ইহাই বলিয়া গর্দ্দভ গীত আরম্ভ করিলেক অনন্তর উদ্যান রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া তাহারদের দুই পশুকে বন্ধন করিলেক। তোতা এই কথা সাঙ্গ

করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী শুন যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে তাহার ঐ পশুরদের এবং চোরেরদের ন্যায় দশা হয় অত এব তুমি পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া কার্য্য করিও। এখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাও। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুককুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

।। পঞ্চত্রিংশৎ ইতিহাস ।।

।।এক রাজা এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ময়মুন খোজেস্তাকে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কথা।।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা শুকের নিকট যাইয়া কহিলেন ও তোতা প্রত্যহ রাত্রিতে তোমার সমীপে আমি আসিতেছি তথাচ আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। কিন্তু তুমি আমার লবণ ভক্ষণ করিয়াছ তাহার দিগে দৃষ্টি রাখিয়া শীঘ্র আমাকে বন্ধুর নিকট যাইতে অনুমতি কর তবে আমি বন্ধু সমীপে যাই। তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী কেন তুমি ভাবিতেছ অদ্য যে রূপে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট পঁহুছিতে পার তাহা আমি করিব কিন্তু যদি অন্য লোক হইতে তোমার এই গুপ্ত কথা প্রকাশ হয় তবে তুমি রুমের রাজ চক্রবর্ত্তির কন্যা যেমন ছলের দ্বারা সতীত্ব জানাইয়াছিল তেমত তুমিও জানাইও। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।।

রুম দেশের নিকট এক রাজা ছিলেন এক দিবস সেই রাজার পাত্র রাজাকে কহিলেক ও মহারাজ রুমের রাজ চক্রবর্ত্তির চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে যদি রাজচক্রবর্ত্তী সেই কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দেন তবে অতি উত্তম হয়। রাজা পাত্রের কথা পসন্দ্ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন এবং এই বাক্য প্রেরণ করিলেন যে আমি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। দূত রুমে পঁহুছিয়া সেই মহারাজ চক্রবর্ত্তির সাক্ষাতে নানা

বিধ সামগ্রী দিয়া আপন রাজার প্রেরিত বাক্য রুমের রাজাকে কহিলেক। রুমের মহারাজ চক্রবর্ত্তী ইহা শুনিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র রাজা জ্ঞান করিয়া সেই কথা গ্রাহ্য করিলেন না তাহার পর সেই দূত আপন দেশে আসিয়া রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেক রাজা বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিস্তর সৈন্য একত্র করিয়া রুমদেশে প্রস্থান করিলেন পরে এই সম্বাদ রুমদেশের ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন এবং রাজা পঁহুছিলে পর তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইলেন এবং আপনার কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাকে কহিলেন ও কন্যা শুন তোমার পূর্ব্বস্বামীর এক পুত্র আছে এবং পূর্ব্বে যে তোমার বিবাহ হইয়াছিল তুমি এ কথা রাজার সাক্ষাতে একান্ত কহিও না।।

পরে কন্যাকে যখন রাজা আপন বাটীতে আনিলেন তখন কন্যা পুত্রের বিচ্ছেদে সর্ব্বদা দুঃখিতা থাকিতেন এবং ইচ্ছা করিতেন যে কোন কথার প্রসঙ্গ ক্রমে পুত্রের প্রসঙ্গ রাজার নিকট করিব এই পরামর্শ স্থির করিয়া থাকিলেন কিছু কাল পরে রাজা কন্যাকে বহুমূল্য প্রস্তরযুক্ত স্বর্ণের এক যোড় পাটা দিলেন কন্যা পাটা পাইয়া রাজাকে কহিলেন ও মহারাজ আমার পিতার নিকট এক গোলাম্ আছে সে বড় স্বর্ণাদির পরীক্ষা করিতে পারে যদি এই সময় সে এখানে থাকিত তবে ভাল মন্দ ইহার মধ্যে যে আছে তাহা কহিতে পারিত। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যদি তোমার পিতার নিকট সে গোলামকে আমি চাহি তবে তাহাকে তোমার পিতা দিবেন কি না কন্যা কহিলেক পিতা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন কদাচ দেন ইহা শুনিয়া রাজা সে গোলামকে লইবার বড় বাঞ্ছা করিয়া কন্যাকে কহিলেন ও প্রিয়া আমি এক সয়দাগরকে তাহার নিকট পাঠাই সয়দাগর

যাইয়া গোলামকে বলে তুমি আমারদের রাজার নিকট চল তুমি এ স্থানে যে রূপ আছে সে স্থানে গেলে তোমার অধিক ভাল হইবেক গোলাম্ ইহা শুনিলে বুঝি আসিতে পারে। রাজা এই পরামর্শ স্থির করিয়া এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্ধা বাণিজ্যের ছলেতে সেই গোলামকে আনিতে পাঠাইলেন। কন্যা রাজার অগোচরে সয়দাগরকে কহিলেন ও সয়দাগর তুমি যাহাকে আনিতে যাইতেছ সে গোলাম্ নহে কিন্তু আমার পুত্র তুমি এ কথা প্রকাশ করিও না এবং সে খানে গিয়া গোলাম্ বলিয়া অন্বেষণ করিও না কিন্তু জিজ্ঞাসা করিও যে রাজকন্যার নন্দনের অন্বেষণ করি তবে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবা সেই দেখাইয়া দিবেক। যখন আনিবা তখন তাহাকে কহিও এখানে আসিয়া সকলকে পরিচয় দেয় যে আমি রাজার দাস। কিন্তু তিনি আমার পুত্র ইহা যেন কাহাকেও কহেন না।।

পরে সয়দাগর রুমে পঁহুছিয়া বালকের সহিত সাক্ষাত করিয়া ঐ সকল কথা কহিলেন এবং বালকও তাহাতে সম্মত হইয়া সয়দাগরকে কহিলেক আমি তোমার সহিত গমন করিব এই কথার পরে সয়দাগর সেই বালককে আনিয়া আপন রাজার নিকট উপস্থিত করিলেক। রাজা সেই বালককে সুন্দর এবং বিদ্বান্ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া সয়দাগরকে খেলাত দিলেন। বালক রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম এবং আপন সম্বাদ কহিয়া পাঠাইলেন। কন্যা পুত্রের সম্বাদ শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন। অকস্মাৎ এক দিবস রাজা মৃগয়া করিতে গেলেন ইত্যবসরে কন্যা পুত্রকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া তাহার মুখাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দূর করিলেন। কিন্তু দ্বাররক্ষকেরা তাহাই দেখিয়া রাজা বাটী আসিবামাত্র যে কিছু দেখিয়াছিল সমস্ত রাজাকে কহিলেক। রাজা

শুনিয়া কন্যার উপর ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক। রাজা ইহাই স্থির করিয়া তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না। কন্যা বড় বুদ্ধিমতী বুঝিলেন রাজার বড় উষ্মা আমার উপর হইয়াছে বুঝি আমি আমার পুত্রের মুখাদি চুম্বন করিয়াছিলাম তাহাই কোন মতে রাজা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন একারণ আমার উপর উষ্মা করিয়াছেন। কন্যা ইহাই ভাবিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও মহারাজ কেন ভাবিতেছ রাজা উত্তর করিলেন ও প্রিয়া আমার ভাবনার কারণ শুন তুমি উপায় করিয়া আপন প্রিয়তমকে আনাইয়াছ এবং আমি মৃগয়াতে গমন করিলে তাহার মুখ চুম্বন করিয়াছ আমি এই কারণ ভাবিতেছি। ইহাই কহিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন ইহাকে নষ্ট করা উচিত নহে কন্যা এই গোলামহইতে ভ্রষ্টা হইয়াছে অত এব গোলামকে নষ্ট করা উপযুক্ত ইহা স্থির করিয়া দূতকে আজ্ঞা করিলেন এই গোলামকে এক গোপন স্থানে লইয়া এক্ষণে ইহার মস্তক ছেদন কর।।

দূত রাজ আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া তাহার রূপ দেখিয়া দয়া যুক্ত হইয়া কহিলেক ও বালক তুমি রাজার স্ত্রী জ্ঞাত হইয়া কেন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলা বালক কহিলেক ও রাজদূত শুন কন্যার গর্ভে এবং কন্যার প্রথম স্বামীর ঔরসে আমার জন্ম রাণী আমার মাতা কিন্তু তিনি লজ্জা প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই তোমাকে আপন কথা যাথার্থ কহিলাম এখন আমি তোমার তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না এবং নষ্ট করিলেও কেহ রাখিতে পারে না অত এব যাহা উপযুক্ত হয় তাহা কর। দূত ইহাই শুনিয়া বালককে অনুগ্রহ করিয়া মনে

বিবেচনা করিলেক যদি কখন রাজা এই পরিচয় শুনিয়া বালককে আমার স্থানে চাহেন তবে আমি কোথা হইতে দিব অত এব এখন ইহাকে ছেদন করা আমার উচিত নহে। ইহা স্থির করিয়া বালককে নষ্ট করিল না কিন্তু পর দিবস রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক মহারাজ বালককে নষ্ট করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজার কিঞ্চিৎ ক্রোধ নিবৃত্তি হইল। কন্যা এই সকল দেখিয়া এবং শুনিয়া দুঃখিতা হইলেন কেননা সন্তান নষ্ট হইল এবং স্বামীও ত্যাগ করিলেন।।

পরে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ বাটীতে ছিল সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি কন্যা ইহাই শুনিয়া আপনার সমস্ত কথা সেই বৃদ্ধাকে অবগত করাইলেন। বৃদ্ধা শুনিয়া উত্তর করিলেক তুমি খাতিরজমাতে থাক আমি এমত কৌশল করিব যে রাজা পুনরায় তোমাতে তুষ্ট হইবেন। রাজ চক্রবর্ত্তির কন্যা কহিলেন ও মাতা আমার এই বেদনার ঔষধ তুমি যদি কর তবে তোমার জামার দামন আমি রত্নে পরিপূর্ণ করিব। পরে এক দিবস সেই বৃদ্ধা রাজাকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তোমাকে কি কারণ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি রাজা কহিলেন ওগো মাতা আমার স্ত্রী গোলামের উপর আসক্ত হইয়া তাহাকে রুমহইতে আনাইয়াছিল আমি তাহাকে নষ্ট করিয়াছি তথাচ আমার সে দুঃখ যায় নাই কিন্তু এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও বুঝিতে পারি নাই এই জন্যে কন্যাকে নষ্ট করি নাই। বৃদ্ধা কহিলেক মহারাজ আমি এক কবজ জানি যখন কন্যা নিদ্রা যাইবেক তখন সেই কবজ কন্যার বক্ষস্থলে রাখিও তবে যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখহইতে বাহির্ হইবেক। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন ও মাতা সেই কবজ শীঘ্র আমাকে দেহ বৃদ্ধা

ইহাই শুনিয়া এক কাগজে কবজ লিখিয়া রাজাকে দিয়া কন্যার নিকট যাইয়া যে রূপ রাজার নিকট কহিয়াছিল সেই সকল কন্যাকে কহিয়া বলিল ও কন্যা যখন রাজা তোমার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিবেন তখন তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও যেমত আমাকে কহিয়াছিলা। পরে এক প্রহর রাত্রি গতে রাজা কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিলেন।।

অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব্ব স্বামীর জন্মিত ঐ পুত্রের কথা বিস্তারিত করিয়া কহিলেক। রাজা তাহা শুনিয়া সেই কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন ও প্রিয়া কেন এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমাকে কহ নাই কন্যা বলিল ও মহারাজ আমি লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি নাই। রাজা তাহাই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দূতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও দূত তুমি বালককে আমার আজ্ঞানুসারে নষ্ট করিয়াছ তাহার গোর কোথায় দূত উত্তর করিলেক মহারাজ এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নষ্ট করি নাই কেননা যদি আপনি তাহাকে পুনর্ব্বার চাহেন তবে আমি কোথা হইতে দিব মনুষ্য নষ্ট করিলে বাঁচান যায় না। ইহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি উত্তম করিয়াছ এখন তুমি সেই বালককে আমার নিকট আনহ। দূত শীঘ্র গমন করিয়া বালককে আনিলেক। কন্যা পুত্রকে দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।।

তোতা এই কথা শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী যদি তোমার কোন মন্দ হয় তবে এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও এখন তুমি গাত্রোৎথান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া যাইতে

উদ্যত হইলেন এই সময় চরণাযুধ রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।।

তারপর অকস্মাৎ ঐ দিবস ময়মুন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া বাটী আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া প্রথম খোজেস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রিয়া সারী কোথায় খোজেস্তা কিছু উত্তর করিলেন না তাহার পর ময়মুন তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোতা কহিলেক ও কর্ত্তা সারীর দশার কথা আমার মুখে শুন এবং খোজেস্তার চরিত্রের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরে ময়মুন তোতাকে বলিলেন ও তোতা তুমি সারীর কথা এবং খোজেস্তার চরিত্রের কথা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সারীর মৃত্যু এবং খোজেস্তা যে পুরুষের উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ কহিলেক। ময়মুন ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খোজেস্তাকে নষ্ট করিলেক।।

।। ইতি তোতা ইতিহাস ।।

।। সমাপ্ত ।।

আর্টস ই বুক
http://arts.bdnews24.com

(bdnews24.com থেকে ২২/ ৪/ ২০১১ তারিখে প্রকাশিত)